REGISTERED NO 77. Registered No 77. REGISTERED NO 77

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাসুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩; ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাকশুল ১৷৷০ টাকা। প্রতি খণ্ড ৷৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা

১১শ ভাগ। { কলিকাতাঃ—২রা চৈত্র—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১৪ই মার্চ্চ। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ। } ৫ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পার্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগুঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রকাশের পরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মুল্য ৫৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১ টাকা। ব্যারিং বা পেড একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা এবং সাহেব লোকের পত্র দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ডাকমাশুল বাদে অন্যূন ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২৩ জন রোগী আরোগ্য হইতে পরে।

যে সমস্ত আরোগ্য সমাচার সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে তাহা একত্রে প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বাহুল্য মাত্র। এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দ্বৌকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগলপুর।

আমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশর তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার কারানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম।

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্ব ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টী দুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎকার ঔষধ তাহা জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ, আসাম।

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমার পত্নীর সুতিকার পীড়ার জন্য যে অমৃতর প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার হই য়াছে।

শ্রীরাজ কুমার ঘোষাল
সীমলা কলিকাতা।

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমা একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়েসময়ে এরূপ অজস্র শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করা ইতে ত্রুটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎ বিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দি ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুণ দেখিয়া আমর বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমর মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্রত থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদান জেলা বর্দ্ধমান

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জননী ঠাকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি আক্রান্ত পিত্তশূ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতরসে অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাই তেছিলাম অনেক ডাক্তার হাকিমওবৈদ্য দ্বারা নান প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই অরোগ্য না হওয়া অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীকাঙ্গালী নাজীর
পীলে গ্রাম, জেলা হুগলী।

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাইয় আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এ কালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসূদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠাকুর অতীব কষ্টদায়ক ও প্রা নাশক গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দেশীয় চিকিৎ সকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্‌কান্ন ও গগণসুন্দ প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এবং গ্রহিণী মিহির তৈ প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর রোগের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সর্ব শেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া সেব করাইয়াছিলাম তাহাতে তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য লা করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঁশড়িহা জেলা বালেশ্বর।

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি অমৃতরস আন ইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উক্তঔষধ এক সুতিকা পীড়ায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে রোগী উ রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহরিদয়াল চৌধুরী
উকড় সাহা জেলা বর্দ্ধমান।

মহাশয়ের মহৌষধি অত্র স্থানে যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু
কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে মহাশয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতি পূর্ব্বে ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের আবিষ্কার দেখা যায় নাই। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়াছিলাম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা করি যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাস
কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত ব্যাধি, বাকরোধ হইয়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার অমৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে বিবেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রামগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং সেই সমুদয় টীকারই ফল পাইয়াছি অর্থাৎ সমুদয় রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণী কান্ত রায়
দামড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০টি জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য
মলিয়াতা রাজবাটী দুর্গাপুর।

CHOLERA PILL.

I have very great pleasure in informing you that your cholera pills have been a great boon to those infected with cholera. I tried them in 50 cases in all of which they were successful except in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to inform you that during the recent outbreak of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness and were found to be efficacious.

T. B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to the general efficacy of your cholera pills, they having proved superior to all allopathic medicines in cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that your cholera pills were administered in 10 cases with successful results.

D. S. Gholker
S. N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here have been able to cure several cases without any failure by the use of the said pills,

Tarinee Prosad
Pleader,
Judge's Court, Bhagulpore

I am much indebted to you for your cholera pills. I have administered them in upwards of 3 cases in which I found it to be most efficacious and I confidently say that they the best remedy for the epidemic. In fact they have [illegible] to be a talisman. Amongst the cases in [illegible] your pills only one proved fata.

probably on account of the advanced state of the disease.

Anna Gopal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit,

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Rurkee,

My sister who was suffering from chronic Dyspepsia and Dysentry for a long time, has greatly benefited by the use of one phial of your valuable Amritarassa.

Jogendra Chander Bose
Pleader, Ludhiana,

The phial of your Amritarassa that you sent me has perfectly cured me of Dyspepsia and Diarrhœa I gave a little of it to a Mr Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

NEW AMALGAMATED SOCIETY OF RAILWAY SERVANTS IN INDIA.

REGISTERED UNDER ACT XXI OF 1860

HEAD OFFICE ALLAHABAD.

The above Society has been established for the purpose of carrying out the following objects.

The improvement of the general condition of Railway servants in India. To afford assistance to its members when thrown out of employment. To provide legal support for its members and also render them assistance in cases of sickness. It likewise affords a superannuation allowance to old, or disabled members, and will promote such undertakings as will conduce to the improvement of the Railway service generally. In addition to the above the relatives of a deceased member, not in arrear with his subscriptions at the time of his death, are entitled to the sum of Rs. 250, Rs. 150, or Rs 75 according to the class of subscribers the deceased member may have belonged to. There is also a Death Benefit Fund attached to the Society and on the death of any member belonging to the Fund his nominee will receive one quarter the amount there is in the Fund.

Any Railway employee, *whatever his caste, creed, or nationality*, is eligible for membership in the Society, providing he is a *sober, steady, industrious* man who *understands* his work, and can *read*, and *write*. The following are the fees payable by members.

	On joining, including 1st month's Subscription and cost of rule book.			Monthly subscription payable in advance.		
	Rs.	Ans.	P.	Rs.	Ans.	P.
Class A.	12	4	0	2	0	0
,, B.	7	4	0	1	0	0
,, C.	3	12	0	0	8	0

And an annual assessment payable in January for all classes of eight annas per member, to revert exclusively to a Delegate Meeting Fund.

The Society is established on most of the Indian Railways, and possesses a journal of its own in which are published the proceedings of the various meetings that are held.

For further information apply to any of the Branch Secretaries or to

F. T. Atkins
General Secretary
New Amalgamated Society
of Railway Servants in
India, Allahabad.

রুশ তুর্ক যুদ্ধ।

প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ মূল্য ও ডাক মাশুল ।০ আনা হিসাবে পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। ১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; ১৩৫নং দড়মাহাটা ষ্ট্রীট মহেশচন্দ্র ভৌমিক; ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ও চিথলিয়া দোগাচি পোষ্ট পাবনা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

পাষাণ প্রতিমা।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে এবং হোগল কুঁড়িয়ায় সংবাদ প্রভাকর কার্য্যালয়ে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "প্রভাত চিন্তা" এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত "হেলেনা কাব্য, প্রথমখণ্ড' উভয়ের পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত সটিক নূতন সংস্করণ (যাহা আগামী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগের স্কুল সমূহের জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ও এতদুভয়ের সরল ব্যাখ্যা "ঢাকা, পটুয়াটুলী, ২৬। ২৭ নং ভবন কাব্য প্রকাশ লাইব্রেরীতেই, কে, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা বিক্রিত হইতেছে।

উক্ত লাইব্রেরীতে ছাত্র বৃত্তির পাঠ্য সমুদয় পুস্তক এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থাদি — কাব্য, নাটক. উপন্যাস, নবন্যাস, চরিতাখ্যান ও রহস্যাদিও বিক্রীত হইতেছে। অধিক পুস্তক ক্রয় করিলে ক্রেতাদিগকে যথোপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়। নগদ মূল্য সহ ডাক মাসুলএবং পেকিং খরচা পাঠাইলে অতি যত্নের সহিত বিদেশে পুস্তক পাঠাইবারও অতি সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যথোপযুক্ত কমিসন পাইলে অতি যত্নের সহিত উক্ত লাইব্রেরীতে বিদেশীয় গ্রন্থকারবর্গের পুস্তক বিক্রয়ার্থ গচ্ছিত রাখা হয়।

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিলাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।

১২ শিশি ৫ টাকা — ২৪ শিশি ১০ টাকা।
ক্যাম্ফার — ১ টাকা।
পকেট কেস — শিশি ১২ ২৪ ৩. ৩৬ ৬.
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক — ৭ ১২ ১৫ " ২৮
১ ড্রাম শিশি — ৯ ১৬ " "
২ ড্রাম শিশি — ১২ ২০ " ৩.
বিনা পুস্তক।

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,
হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

মাধব মোহিনী।

"গণনীয় নবন্যাস মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হই না" অমৃত বজার পত্রিকা।

চন্দ্র রোহিণী।

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নবন্যাস লেখকগণ এত দূর কৃতকার্য্য হন নাই। মধ্যস্থ।

হীরালাল নাটক।

"আমাদের মতে ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে।" অমৃত বাজার পত্রিকা।

প্রতি পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

(সচিত্র) বসন্তক।

(১) প্রথম খণ্ড হইতে ২৪ খণ্ড অবধি মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

লর্ড লিটনের চিত্র মূল্য এক আনা ডাক মাশুল এক আনা।
শ্রীকৃষ্ণ রাধার চিত্র মূল্য এক আনা ডাকমাশুল এক আনা।

"সুচারু যন্ত্র" ৩৩৬ চিতপুর রোড কলিকাতা। } শ্রীদ্বারকানাথরায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

বাঙ্গালা দেওয়ানি কার্য্য বিধান।

জিলা খণ্ড ধুবরীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চাকী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক উপক্রমণিকা, ব্যাখ্যা, সার্কিউলার, ও বহুল নজীর সম্বলিত ইং ১৮৭৭। ১০ আইন অর্থাৎ নব্য দেওয়ানি কার্য্য বিধান বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম মূল্য অর্থাৎ যিনি চৈত্র মাস মধ্যে মূল্য প্রদান করেন তজ্জন্য মায় ডাক মাশুল ৫।।০ ও পশ্চাৎ দেয় ৭।।০ টাকা ধার্য্য করা গেল। গ্রাহকগণ উক্ত গ্রন্থকারের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই সত্বর পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল, ২রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

আবার কঠোর শাসন।

যখন ক্যাম্বেল সাহেব নিরুপায়ী কারাবাসীদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে প্রবর্ত্ত হন, তখন অনেক গুলি এদেশীয় সম্বাদ পত্র প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করেন। অনেকেই ইংরাজ শাসনাধীন রাজ্যের জেল গুলিকে জরাসিন্ধুর কারাগার বলিয়া বর্ণন করেন, অনেকে দয়া ধর্ম্মের দোহায় দিয়া রাজপুরুষদিগকে এই রূপ নিদারুণ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দেন, অনেকে কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচনার্থে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন, এবং অনেকে ইহাদের কষ্টের নিমিত্ত নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করেন। দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের এই আন্তরিক যত্ন সফল হইবার উপক্রম হয়। সার রিচার্ড টেম্পল বুঝিতে পারেন যে, মনুষ্যকে সৎ পথাবলম্বী করার রাজ পথ রাজ দণ্ড নহে, ইহার অন্য পথ আছে, এবং এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের রিপোর্টে এই রূপ লিখেনঃ—

কারাগারে যত কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনা হইতেছে, কারাবাসীরা কাজেই তত এই নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ করিতেছে। গত বৎসর জেলে ৩১৪৭৫ জন কারাবাসী এই নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হয়, ইহার পূর্ব্ব বৎসর ২৫৯১২ জন এই অপরাধ করে। যাহা হউক জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা গত বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প লোককে উপরিউক্ত অপরাধের জন্যে শারীরিক দণ্ড দিয়াছেন দেখিয়া লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।”

টেম্পল সাহেব এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, যে সকল জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কারাগারবাসীদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক শারীরিক দণ্ড প্রদান করেন, তাহাদিগের প্রতি কিছু বিরক্তি প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সি জেলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কয়াদি শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং তিনি এই জেলের কর্ত্তাকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করেনঃ—

প্রেসিডেন্সি জেলের কর্ত্তৃপক্ষীয় লিখিয়াছেন যে, কয়াদিদের অসচ্চরিত্র ও নিয়োজিত কার্য্যের প্রতি তাচ্ছিল্যের জন্যে তিনি উহাদের প্রতি কঠিন দণ্ড ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে বটে এরূপ কঠিন শাস্তি প্রদান করার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উপরিউক্ত জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়ের এটি বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত যে, যত গুরুতর দণ্ড না দিয়া কারাবাসীদিগকে শাসন ও কর্ত্তব্য কর্ম্মপরায়ণ করা যায় তত ইহা দ্বারা উত্তম ফল ফলিবে এবং লেঃ গবর্ণর আবার সমুদয় জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছেন যে, যিনি কয়াদিদিগকে অল্প শাস্তি প্রদান করিয়া সুচারুপূর্ব্বক জেলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন তিনি অধিক পারদর্শিতা দেখাইবেন।

টেম্পল সাহেব কেবল জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হন না। তিনি কয়া[redacted] দিগের চরিত্র সংশোধন ও কর্ত্তব্য জ্ঞান উদ্দীপ্ত করি[redacted] অন্য অন্য উপায় দেখাইয়া দেন। তিনি জেলে “ম[redacted] প্রণালী প্রচলিত করেন। তিনি নিয়ম করেন যে, যে কয়াদি যত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হইবে তাহাকে তত অধিক মার্ক দেওয়া হইবে, এবং এই রূপে যে কয়াদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা মার্ক পাইবে, সে মিয়াদ না ফুরাইতেও মুক্তি লাভ করিবে অথবা তাহার মিয়াদের দৈর্ঘ্যতা কিছু কর্ত্তন করা যাইবে। এই শুভকর নিয়ম অমৃতময় ফল প্রসব করিতে থাকে। এই শুভকর নিয়ম কর্ত্তৃক কি উপকার হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ইহা দ্বারা জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কারাবাসীদিগকে দণ্ড প্রদান করার প্রয়োজন কমিয়া যায় এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে যে কারাগারে ৩১৪৭৫ জন কয়াদি জেলের নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই খানে গত বৎসর ১৭৮৭০ জন মাত্র শাস্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইডেন সাহেব আবার বুঝি এই শুভকর কার্য্যের গতি অবরোধ করিলেন।

ইডেন সাহেব গত বৎসরের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে এই রূপ লিখিয়াছেনঃ—“ কারাগারবাসীদিগের মধ্যে গত বৎসর জেলের নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে ১৭৬৫৪ জন শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর এই অপরাধে জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ১৭৮৭০ জনকে শাস্তি প্রদান করিতে হয়।” এই তালিকাটী প্রকাশ করিয়া টেম্পল সাহেব হয় ত সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি দেখিতেন যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শুভকর কার্য্যে দুই বৎসরের মধ্যে এরূপ ফল উৎপাদন করিয়াছে, কিন্তু ইডেন সাহেবের ইহাতে আনন্দ অনুভ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি উপরিউক্ত তালিকাটী প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেনঃ—“যে কারাগারে কয়াদিরা অল্প শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে সে কারাগারের কয়াদিরা যে অপেক্ষাকৃত কর্ত্তব্য পরায়ণ ও সুশীল সেরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। অপিচ যাহারা আইন ভঙ্গ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে বিনা শাস্তিতে শাসনাধীনে ও সুশিক্ষিত হওয়া অসম্ভব, এবং এই জন্যে যেখানে কয়াদিদিগকে অধিক শাস্তি প্রদান করা হয় সেই কারাগারের কার্য্য উত্তম চলে।”

ইডেন সাহেব এক একটী কার্য্য করেন, আর আমাদের শরীরের অর্দ্ধেক শোণিত শুষ্ক হয় এবং আশা ভরসা অন্তঃর্হিত হইয়া যায়। তিনি এই রূপ পুনঃ২ আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত করিয়া আমাদিগকে নির্জীব করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তথাচ তিনি জেল সম্বন্ধে যে নিদারুণ ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা দেখিয়া বোধ হয় সকলই অশ্রুপাত করিবেন। ইডেন সাহেব বলিয়াছেন যে, যাহারা আইন ভঙ্গ করে তাহাদের পক্ষে বিনা দণ্ডে শাসিত ও সুশিক্ষিত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যে দেশের আইন এই রূপ যে আপন গৃহে সপরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও প্রতি দিন অন্যূন বারবার উহা ভঙ্গ করিতে হয় সে দেশে আইন ভঙ্গ করা অপেক্ষা আইন পালন করা অধিক কঠিন কার্য্য। ইডেন সাহেব বঙ্গবাসীদিগের প্রতি যত বিদ্বেষ প্রকাশ করুন, তিনি এ কথা কোন মতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালিরা যেরূপ রাজ ভক্ত, নিরীহ, শান্ত ও আইন প্রতিপালক পৃথিবীর কোন দেশে এরূপ লোক পাওয়া যায় না, অথচ তিনি নিজেই গত বৎসরের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, “গত বৎসর সকল প্রকারের অপরাধের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতেছে।” টেম্পল সাহেব যেরূপ বলেন যে, কারাগারে কঠোর নিয়মের জন্যে কারাগারবাসীরা অধিক অপরাধ করে, এ দেশেও এই জন্যে দিন দিন এত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ষ্টিফেন সাহেবের কল্যাণে এ দেশ এখন এক রূপ কারাগার হইয়াছে। এরূপ অবস্থাতে কেহ কোন আইন ভঙ্গ করিলে তাহার হৃদয় দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা প্রভৃতি সমুদয় সৎপ্রবৃত্তি হইতে বর্জ্জিত হইবে, বন্য দুর্দ্দস্য পশুর ন্যায় তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে, ইহা ইডেন সাহেব রিপোর্টে প্রকাশ করুন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হইতে বোধ হয় তিনিও ইচ্ছা করেন না। কারণ তিনি দেবতা নন মনুষ্য, এবং মনুষ্যের মধ্যে যিনি স্বপ্নেও কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই তাহার এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব।

একটি সদনুষ্ঠান।

আমরা সাতিশয় আহ্লাদের সহিত নি[redacted]পত্র খানি এস্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গ দেশ, মোকর্দ্দমার জন্য উচ্ছিন্ন গেল। প্রত্যেক মোকর্দ্দমাকারী ইহার বিষময় ফল সম্যক প্রকারে অনুভব করিয়াছেন, তথাপি নিবৃত্ত হইতে পারেন না। যাহাতে এই অন্তর্বিবাদের প্রস্রবণ এককালীন পরিশুষ্ক হয় আপনি তদর্থে বিশেষ চেষ্টিত আছেন, এই জন্য আপনার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় সময়ে সময়ে দুই একটী প্রবন্ধ দৃষ্টি হইয়া থাকে। অদ্য আপনাকে একটী আনন্দজনক সংবাদ দিতেছি। ইহাতে আপনাকে কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত করিতে পারিবে।

এই নড়াইল মহাকুমার অন্তর্গত লক্ষীপাসা, জয়পুর নামক একটী স্থান আছে। এই স্থানে শিক্ষিত, ধনী, এবং সৎ বংশজাত বহুতর লোকের বসতি আছে। সম্প্রতি লক্ষীপাসা নিবাসী কয়েক জন বিচক্ষণ লোক প্রস্তাব করেন যে তাঁহারা নিয়মিত রূপে আদালতে মোকদ্দমা করিবেন না। এই স্থানে একটী সভা হইবে, তাহাতে কতক গুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে, তাঁহারাই পঞ্চাইত স্বরূপে অধিবাসীগণের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। প্রথম যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছিল তাহাতে নব গঙ্গার ত্রিমহনা হইতে নলদীর ত্রিমহনা পর্য্যন্তের (প্রায় চারি মাইল স্থান) অধিবাসীগণ ইহাতে সম্মিলিত হইবেন কথা হইয়াছিল কিন্তু কয়েকটী সাধারণ কারণে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য উহা স্থগিত রহিয়াছে।

জয়পুর নিবাসী মহাত্মাগণের জীবন্তোৎসাহে আমরা নিশ্চয়ই আ
ন্দিত হইয়াছি, বোধ হয় আপনার পাঠকগণ সমধিক পুলকিত হইবেন
বিগত রবিবারে জয়পুরে একটী সাধারণ সভার আহ্বান হই
ছিল। তাহাতে ঐ গ্রামের অধিকাংশ প্রধান প্রধান লোক উপস্থি
ছিলেন। এই সভায় নিচের লিখিত সমস্ত বিষয় সকল অবধারি
হইয়াছে। এবং সমস্ত অধিবাসীগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে ইহা
কখনও ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না।

সভার নাম ও বিবরণ।

১। ইহার নাম জয়পুর হিতৈষিণী সভা হইয়াছে।

২। এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক, কয়েক
লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। এই স্থানে যত প্রকার বিবাদ উপস্থিত আছে কি ভবিষ্য
উপস্থিত হইবে তাহা সভার দ্বারা মীমাংসিত হইবে।

৪। কয়েক খণ্ড বহি রাখা গিয়াছে তাহাতে সভার এবং ঐর
মীমাংসার কার্য্য বিবরণ থাকিবে।

৫। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সভার অধিবেশন হইবে
বিশেষ কারণ বশতঃ সম্পাদক সহকারি সম্পাদক, মেম্বরদিগকে প
বর্ত্তন কি নূতন কোন লোককে সংযোজন করা যাইবে। যে মূল ভিত্তি
উপর এই সভার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে এবং যাহাতে সমস্ত অ
বাসীদিগকে স্থির ভাবে এই সভার বশীভূত রাখিবে সেই নিয়মটী আম
কোন কারণ বশতঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। এই গ্রাম ও ই
অন্তর্গত কয়েকটী পাড়াতে নূনাধিক হাজার লোকের বসতি আ
সুখের বিষয় এই যে ভদ্র, কৃষিজীবী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতে
ব্যক্তি আন্তরিক যত্নের সহিত যোগ দিয়াছেন।

এই সভার কিছু দিনের কার্য্য বিবরণ দেখিয়া আমরা তৎসম্ব
সমালোচনা করিব এবং আপনাকে জানাইব। ঈশ্বর করুন, এই ম
উদ্দেশ্য সাধনকারিণী সভা দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গ দেশের আদর্শ স্থ
পরিগণিত হয়।

উপরের প্রকাশিত পত্র খানি পাঠ করিয়া আম
আনন্দে পুলকিত হইলাম। এই সদনুষ্ঠানকারীদের ন
স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করা উচিত। ইতি পূর্ব্বে অনেক
আমরা বলিয়াছি যে, সুরাদেবী বাঙ্গলা দেশ উচ্ছিন্ন দিতে
না, নাস্তিকতায় দেশের এই রূপ দুর্গতি হইতেছে
বাল্য বিবাহ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য কি পীড়ার প্রাদু
ইহার কারণ নহে, এদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মকর্দ্দ
দ্বারা উচ্ছিন্ন গেল। মকর্দ্দমায় বাঙ্গলার পারিবারিক শা
দূর করিয়াছে, মানসিক শান্তি দূর করিয়াছে,
জ্বরাজীর্ণ করিয়াছে। শুদ্ধ শান্তি, স্বস্তি সচ্ছন্দতা
করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এই সমুদয় দুর্ল্লভ রত্ন অপ
করিয়া তাহার বিনিময়ে কালকূট ঢালিয়া দিয়াছে
এই বিষের জ্বালাতে বঙ্গ সমাজ, বঙ্গ সমাজ
ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত
কার ধ্বনি উঠিয়াছে, এদেশ রসাতল গমনোন্মুখ হইয়া

উপরি উক্ত শালিসি বিচারালয়টি যদি স্থায়ী হয়
উহার অনুষ্ঠান কারীরা যে বীজকণা রোপণ করিলেন
উহা যদি শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষে পরিণত হয় তাহা হ
বঙ্গদেশ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। এখন
বঙ্গ সমাজে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়া গগণ আচ্ছন্ন করি
সেখানে আবার আনন্দ ধ্বনি উঠিবে, যে বঙ্গ সমাজের
মলিন হইয়াছে উহা আবার প্রফুল্লিত হইবে, যে পরি
অহোরহ দ্বেষ, হিংসা, আত্ম-কলহ প্রবল ঝটিকার
প্রবাহিত হইতেছে সেখানে আবার শান্তি বিরাজ ক
আবার গৃহস্বামী স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আনন্দ করি
আবার পল্লিগ্রামে পূর্ব্বকালীয় আমোদ উৎসবের ধ্ব
পরিপূর্ণ হইবে। আবার হিন্দু সমাজ সজীব হই
এদেশীয়েরা প্রকৃত উন্নতি মুখে ধাবিত হইবে।

ইউরোপীয় সভ্যতায় যখন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া ছিন্ন
করিয়াছিল না, যখন পিতা পুত্রের উপর, স্বামী স্ত্রীর
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের উপর, সমাজ অধিপতির সম
উপর আধিপত্য ছিল, তখন দেশের প্রায় অনেক
পঞ্চাইত দ্বারা ভঞ্জন হইত। ইহারা সহজে মূহ
মধ্যে অথচ নিরপক্ষভাবে সমুদয় বিবাদ মীমাং
তেন। তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিতে আস
সমন কি ওয়ারেন্ট দ্বারা উপস্থিত করিতে হই
অর্থি প্রত্যর্থির উকিল মুক্তিয়ারের সাহায্য লইয়া ম
করিতে হইত না, আইনের কূটার্থ লইয়া তর্ক হই
এবং কাহারও একটি পয়সা ব্যয় করিতে হইত
অর্থি প্রত্যর্থি গৃহে কাজ করিতে করিতে
করিতেন, সাক্ষীরা গৃহ কাজের কোন ক্ষতি

ক্ষা প্রদান করিত, এবং বিচারপতিরা মান্দুরে বসিয়া ম্বুকুটের ধুমা পান করিতে২ বিচার করিতেন। তখন ক্ষীদের সত্য কথা বাহির করণের জন্যে উকিলের ট প্রশ্ন করিতে হইত না। সুবিচার ও নিগূঢ় সত্যকে াইন, উকিল, ও বিচারপতি এরূপ করিয়া তিমিরাবৃত রিতে পারিতেন না যে, শেষে যাহারা এই রূপ ত্যকে অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করার যত্ন করিয়াছিলেন াহারাও অনুসন্ধান করিয়া উহা প্রকাশ করিতে পারেন । মকর্দ্দমার সুবিচার আপনিই হইত, সাক্ষীরা অযত্ন- ভূত সত্য কথা কহিত, এবং বিচারপতিরা বিনা আইনে না বেতনে সুবিচার করিতেন। সুতরাং বঙ্গ সমাজে যদি াবার এই পঞ্চাইত বিচারালয় হয় তাহা হইলে এদেশে কেবল মকর্দ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইবে না, লোকে প্রকৃত বিচার প্রাপ্ত হইবে।

গবর্ণমেন্ট চৌকিদারি ট্যাক্সের জন্যে প্রায় অনেক লে এই রূপ পঞ্চাইত স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের ধ্য যাহারা পদস্থ, অথচ যাহাদের উপর লোকের ভক্তি দ্ধা আছে, রাজপুরুষেরা প্রায়ই এই রূপ লোককে াইত নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি কোন পতিকে এই াইতগুলি সে কালের ন্যায় পদস্থ করা যায় তাহা লে সম্ভবতঃ শালিসী বিচার প্রণালী আবার প্রচলিত ইতে পারে।

আমরা মফস্বলের সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের কট এক বার প্রস্তাব করি যে, তাঁহারা যদি যত্ন করেন হা হইলে দেশের মধ্যে ক্রমে এই রূপ শালিসী বিচার ণালীর প্রবর্ত্তনা করিতে পারেন। আমরা আবার তাঁহা- র নিকট এই প্রস্তাব করিতেছি। তাঁহারা যদি আপন পন জেলাতে যে সমুদয় পঞ্চাইত আছে তাহাদের নিকট প্রস্তাব ও তাহাদিগকে এই সদনুষ্ঠানে উত্তেজনা রেন তাহা হইলে সকল স্থানে না হউক কোথায়২ যে হারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহার কোন ভুল নাই। পাদকেরা আপনা আপনি দেশের সামাজিক ও অন্যান্য য়ের উন্নতির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তি দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথম আমাদের নিজের হইতে, দ্বিতীয় বহির্ভাগ হইতে। রাজপুরুষেরা দিন যেরূপ রাজকৌশল অবলম্বন করিতেছেন, বিশে- ঃ ইডেন সাহেব বাঙ্গালায় যত দিন শাসন করিবেন, দিন আমরা রাজপুরুষদিগের দ্বারা প্রায়ই কোন রূপ কারের প্রত্যাশা করিনা। এখন আমরা যাহা করিতে রি তাহা আমাদের নিজের মধ্য হইতে এবং যদি সম্পা- দিগের যত্নে এদেশীয়েরা যে মকর্দ্দমা লইয়া উন্মত্ত াছেন তাহা নিবৃত্তি হয় তবে তাহারা এদেশকে রকটা উদ্ধার করিবেন।

—০০০—

ইডেন সাহেব চট্টগ্রামে গমন করিয়া এক নূতন ভাব ণ করেন। চট্টগ্রামবাসীরা তাহার নিকট প্রকাশ ন যে সেখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইডেন হেব ইহা শুনিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যে স্থানে এই রূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে সেখানে এ বৎসর রোডশেষ হীত হইবে না। আমরা এই শুভ সংবাদটী শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ঘোর অন্ধকারময় রজনীর বিদ্যুৎ আলোকের ন্যায় ইডেন সাহেবের এই অনু- াদিগকে একটু সান্ত্বনা প্রদান করিল। ইডেন এখানে পদার্পণ করিয়া এই এক মাত্র দয়ার ভাব শ করিলেন। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম তাহার হৃদয় প্রকৃত দয়াশূন্য নহে। বঙ্গ র এখন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে এরূপ চিহ্ন দেখিলে কতক আশ্বাসের উদয় হয়। যদি ৎসর মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে অন্ন অভাবে সহস্র২ ত্যু গ্রাসে পতিত না হইত, অথবা বেহার ন নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্ট লজ্জা ইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালায় আহারীয় দ্রব্য ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা য় এখানে নূতন কর নির্দ্ধারণ করা দূরে থাকুক, ায় তাহারা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেন। আমরা র প্রকাশ করি যে, বৎসরের মধ্যে এই সময় সর্ব্বত্র চাউলের মূল্য সুলভ হয়। এবার আবার রঙ্গপুরের চাউলের আমদানি এই সময় হওয়াতে পূর্ব্ব হইতে এ সময় চাউলের বাজার অধিক সুলভ হওয়ার কথা, কিন্তু মূল্য সুলভ না হইয়া গত বৎসর এসময় চাউলের যে মূল্য ছিল তাহা অপেক্ষা গড়ে সর্ব্বত্র প্রতি মণ এক টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ যেবার হয় সেবার অপেক্ষাও এবার ধান্য চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যেবার গবর্ণ- মেণ্ট বেহার দুর্ভিক্ষ লইয়া কোটি২ টাকা নষ্ট করেন সেবারও লোকের এত কষ্ট হইয়াছিল না। এ বৎসর বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সমান শস্য উৎপন্ন হয় নাই, বেহার দুর্ভিক্ষ হইতে বাঙ্গালার চাউল অন্যত্র যে মহাবেগে রপ্তানি হইতে আরম্ভ হয় তাহাও এক দিনের জন্যে কমে না। গবর্ণমেন্ট কি অশুভ লগ্নে বেহার দুর্ভিক্ষের ধুয়া ধরেন যে, সেই অবধি ভারতবর্ষ এক দিন স্থির হইল না, এবং যেখানে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তথাকার লোকের প্রাণ বাঙ্গালার অন্নের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কেবল প্রাণ রক্ষার জন্যে বাঙ্গালার চাউল রপ্তানি হইত, তাহা হইলে হয় ত বাঙ্গালা কি ভারতবর্ষের এরূপ দুর্গতি হইত না। বেহার দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ মণ চাউল নষ্ট করেন। বিধাতার নিয়ম যদি এই হয় যে অভাব অনু- সারে অন্নের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে রাজপুরুষগণ অসাব- ধানতা দ্বারা বেহার দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র২ লোকের প্রয়োজ নীয় অন্নের অপব্যয় করিয়া ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করেন। বেহারে যেরূপ চাউল ধান্য প্রভৃতি নষ্ট হয়, বোধ হয় বোম্বাই মান্দ্রাজেও সেই রূপ নষ্ট হইয়াছে, এবং এই রূপ অন্ন নষ্ট করিয়া রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে অন্নের অভাব করিয়া তুলিয়াছেন। যদি লোকের সচ্ছলতা থাকিত অথবা মাতর্ম্মেদিনী প্রসন্ন হইতেন তাহা হইলে হয় ত এ অভাব অনায়াসে পূর্ণ হইবার সম্ভব ছিল, কিন্তু এ দিকে লোকের যত আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তত নানা কারণে দেশের অধিকাংশ লোক নির্ধন হইতেছে। আবার অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কৃষকদিগের এক গুণ মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে হইতেছে। অজন্মার জন্যে জমিদারদিগের রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছে না এবং অপর লোকের ত কোন কথাই নাই। সুতরাং গবর্ণমেন্টের ভারতবর্ষের অন্ন কষ্ট নিবারণ করা এক রূপ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জ্বরাজীর্ণ শরীর লইয়া চিকিৎসকেরা যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, রাজ পুরুষেরা ভারতবর্ষ লইয়া সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি- য়াছেন। আবার যেখানে যে পরিমাণে অন্ন কষ্ট হইতেছে, বাঙ্গলা হইতে সেখানে সেই পরিমাণে চাউলের রপ্তানি হইতেছে। যদি চাউল ধান্যের রপ্তানির সঙ্গে বাঙ্গলার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইত তাহা হইলে অন্যত্রের অমঙ্গলে বাঙ্গলার মঙ্গল হইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর অবধি বাঙ্গলায় শস্যের অবস্থা ভাল নহে। তাহার পর রোগ। এ বৎসর রোগে বাঙ্গলার অনেক লো[illegible]ায়ী করে, সুতরাং এরূপ রপ্তানি দ্বারা বাঙ্গলার লোকের কষ্ট দূর না হইয়া প্রত্যুত কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। মাঘের শেষ হইতে চৈত্রের প্রথম পর্য্যন্ত এ দেশে চাউল ধান্যের যে মূল্য থাকে তাহা আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত সমান বৃদ্ধি হয়, ভাদ্র মাসে আবার কিছু মূল্য কমে, তাহার পর অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ভাদ্র মাসে চাউলের মূল্য হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের আমদানি, দ্বিতীয় আউশ ধান্য। এবং রঙ্গপুরের ও দিনাজপুরেরর আমদানি এখনই আরম্ভ হইয়াছে। কাজে২ ভাদ্র মাসে যদি চাউলের মূল্য সুলভ হয় সে অতি সামান্য হইবে। বিশেষতঃ এবার আবার ভারত- বর্ষের স্থানে স্থানে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভব। এরূপ অবস্থাতে ইডেন সাহেব চট্টগ্রামে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার এই অনুগ্রহ অন্যত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

পাইওনিয়ার সম্বাদ পত্র যে গবর্ণমেন্টের সকল বিষয়ই সমর্থন করেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি নাগাদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাগারা ব্রিটিশ রাজ্যের কোন স্থানে লুণ্ঠন কি অনধিকার প্রবেশ করে নাই, অথবা ব্রিটিশ প্রজার সঙ্গেও তাহারা কোন বিবাদ বিসম্বাদ করে না। তবে তাহারা তিনটি অপরাধ করে। প্রথম তাহারা তাহাদের প্রতি- বাসী অপর একটি নাগা জাতির সঙ্গে তাহাদের চির প্রথা অনুসারে বিবাদ করে। দ্বিতীয়তঃ পলিটিকেল এজেণ্ট তাহা- দিগকে বিশেষ কোন পথে বিবাদ করিতে নিষেধ করেন, তাহারা উহা না শুনিয়া ঐ স্থানে বিবাদ করে। তৃতীয়তঃ মণিপুরস্থ কোন কোন নাগা গ্রাম তাহারা আক্রমণ করে। তাহাদের এই অপরাধ এবং ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রিটীশ সিংহ গর্জ্জিয়া উঠেন এবং সসৈন্যে নাগা রাজ্যে সর্ব্বনাশ বিস্তার করিতে উহার মধ্যে প্রবেশ করেন। ইংরাজেরা উপরিউক্ত নাগাদিগের প্রধান গ্রাম মঝামাতে গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ৪০০ শত গৃহ ভস্মীভূত করেন। এই গৃহগুলি সচরাচর নাগা পর্ব্বতে যেরূপ সামান্য আকারের ঘর থাকে সেরূপ নহে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং প্রত্যেক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অন্ততঃ ২০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সুতরাং ইংলিশ গবর্ণমেন্ট অগ্নি দ্বারা কেবল মঝামা গ্রামে ৮ হাজার টাকার গৃহ নষ্ট করিয়াছেন। গৃহে যে সমুদয় গৃহ সজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ছিল তাহাও তাহারা এই রূপে নষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রামের নিকট যে সকল সেগুণ ও সাল বৃক্ষ ছিল সে গুলি সমুদয় রাজ পুরুষেরা ছেদন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা অনেক যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা গ্রামের চতুর্দ্দিকে যে প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করে তাহা ইহারা ভূসায়ী করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এখানে গড়ে ৫০০ শত লোক ৮ই ডিসেম্বর হইতে ২৫শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং ইহাদের আহারীয় তণ্ডুল গ্রামবাসীরা প্রদান করে। এই এক মাস কয়েক দিন পাঁচ শত লোক আন্দাজ পাঁচ শত মন তণ্ডুল আহার করিয়াছে এবং ইহার মূল্য বোধ হয় ১৫০০ টাকা হইবে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা যে তণ্ডুল ভক্ষণ করে তাহা নাগারা দ্বিতীয় ফসল পর্য্যন্ত আপনাদের আহারের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং এই তণ্ডুল অভাবে তাহাদের অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। মঝামাতে যত জল পথ ছিল এবং যত বাঁশ ছিল তাহা সমুদয় নষ্ট হইয়াছে। নাগাদিগের বাঁশ ছাড়া মূহূর্ত্ত চলে না, সুতরাং ইহা নষ্ট হওয়াতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। পাইওনিয়ার গত নাগা যুদ্ধের এই রূপ বর্ণন করিয়া তাহার পর এই যুদ্ধের দ্বারা নাগাদিগের অর্থ সম্বন্ধে কত ব্যয় হইয়াছে তাহার এই রূপ একটী হিসাব দিয়াছেনঃ—

যে সমুদয় গৃহ নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য	৮০০০
যে সমুদয় তণ্ডুল ইংরাজের লোকে আহার করিয়াছে তাহার মূল্য	১৫০০
গৃহের সঙ্গে২ যে সমুদয় দ্রব্য পুড়িয়া গিয়াছে তাহার মূল্য	১০০০
বাঁশের মূল্য ও প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণের ব্যয়	৫০০
মোট	[illegible]

রাজপুরুষেরা উপরিউক্ত দণ্ড দিয়াও তৃপ্ত হন নাই। কোনামা নামক স্থান হইতে নাগাদিগকে তাহারা বিতা- ড়িত করেন এবং বালক ও স্ত্রীগণ আশ্রয়শূন্য হইয়া অনা- হারে ভয়ানক শীতের সময় প্রাণের ভয়ে কখনও দুর্গম পর্ব্বত শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনও কন্টকপূর্ণ নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নাগারা শরণাগত হইলে তাহারা নিষিদ্ধ স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিল এই জন্য তাহাদের এক শত টাকা জরিমানা করা হইয়াছে ও তাহাদিগকে চারিটি বন্দুক অর্পণ করিতে হইয়াছে, তাহা- দের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছে যে, বৃটীশ অধিকৃত স্থানে যে সমুদয় নাগা বাস করে তাহারা তাহাদের প্রতি কখন কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না, এবং কোন বিবাদ হইলে তাহারা পলিটিকেল এজেন্ট কর্ত্তৃক তাহার মীমাংসা করিবে। ডারউইনের মত সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, কিন্তু ইহা সত্য যে পর্ব্বতবাসী নাগা ও ইউরোপবাসী খৃষ্টানেরা এক জাতীয় জীব নহে, আবার আশিয়া যদি নরলোকের মধ্যে পরিগণিত হয় তবে ইউরোপ স্বর্গ না হউক, আশিয়া যে লোক ইউরোপ সে লোক নহে।

—০ঃ০—

যিনি যাহা বলুন ডিসরেলি সাহেব এবার অতি সুন্দর কৌশল দেখাইয়াছেন। এখন যদি অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের আরো বাহাদুরি হইবে। রুশিয়া তুর্কিকে নিপাত করিয়াছেন সত্য বটে, আবার ইহা দ্বারা ইংলণ্ডের যে বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে সেও সত্য, কিন্তু কেবল ইংরাজ রাজমন্ত্রীর কৌশলে রুশিয়া তত সহজে তিনি গত যুদ্ধে যে ফল লাভ করেন তাহা উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। রুশিয়ার নিজ ধন নিজ বল দ্বারা তুর্কিকে পদানত করিয়া অপর রাজাদিগের আজ্ঞাধীন হইয়া সন্ধি স্থাপন করা নিতান্ত কম কষ্টের কথা নহে। যখন ফ্রান্সের সঙ্গে প্রশিয়ার যুদ্ধ হয়, তখন প্রশিয়ার নিকট কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন না, যে কি নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিবে তাহা রাজ সভা দ্বারা সাব্যস্ত হইবে। শ্লেসিস ও লরেন্স জার্ম্মেনী রাজ্যভুক্ত হইল, পৃথিবী সম্মত ইহাতে অবিচার লক্ষ্য করিলেন কিন্তু ইহার প্রতিবাদ কেহ করিলেন না। কিন্তু তুর্কি ইচ্ছা পূর্ব্বক রুশিয়ার সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপন করিতেছেন, অপর রাজারা তাহাতেও বাদী হইয়াছেন এবং রুশিয়া যে এই ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন ইহার মূল লর্ড বিকন্সফিল্ড। ইংলণ্ড যদি প্রথম হইতে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেন তাহা হইলে হয়ত তাহার তুর্কির সঙ্গে২ পতন হইতে হইত, কারণ ইংলণ্ড যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না। আবার তাহা হইলে হয়ত রুশিয়ার সঙ্গে অপর কোন ইউরোপীয় রাজা যোগ দিতেন, হয়ত এখন যে অষ্ট্রিয়া কি ইটালিকে ইংলণ্ডের দলস্থ হইয়াছেন ইহাদের কেহ২ তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইতেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের চিরকালের জন্যে পতন হইতে হইত, সুতরাং ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত না হইয়া যত ক্ষতিগ্রস্তই হউন, যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া পরাস্ত হইলে তাহার যত সর্ব্বনাশ হইত তাহা দ্বারা তাহা হইল না। আবার এখন রুশিয়া তাহা কর্ত্তৃক গোলযোগে পতিত হওয়াতে ইংলণ্ডের এই যুদ্ধে যে ক্ষতি হয় অন্ততঃ তাহার কিছু পূরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখন ইংলণ্ড যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। অপরে বিশ্বাস করুক না করুক, ইংরাজেরা এখন ইহা বলিতে পারিবেন যে; রুশিয়া তাঁহাদের ভয়ে কনেষ্টেন্টিনোপোলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহাদের ভয়ে সন্ধির নিয়ম সমুদয় পরিবর্ত্তন করিতে হইল, তাহাদের ভয়ে রাজ সভা দ্বারা সন্ধি স্থাপন করা স্থির করিলেন।

—০০০—

মান্দ্রাজে যেরূপ লাইসেন্স ট্যাক্স হইতেছে তাহা বাঙ্গলার প্রচলিত ট্যাক্স অপেক্ষা অনেক ভাল। বাঙ্গলায় যাহার বার্ষিক আয় এক শত টাকা তাহার কর দিতে হইবে, মান্দ্রাজে যাহাদের বার্ষিক আয় দুই শত টাকার কম তাহাদের এই কর দিতে হইবে না। বাঙ্গলায় কাহাকেও ৫০০ শত টাকার অধিক ট্যাক্স দিতে হইবে না, কিন্তু মান্দ্রাজের উচ্চতম হার ৮০০ শত টাকা। মান্দ্রাজে নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইবে। যাহাদের বার্ষিক আয় ২০০ শত হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত তাহাদের ৪ টাকা, যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ শত হইতে ১২৫০ শত তাহাদের ১০ টাকা, যাহাদের আয় ১২৫০ হইতে ২৫০০ টাকা তাহাদের ২৫ টাকা, যাহাদের আয় ২৫০০ হইতে ৫০০০ হাজার টাকা তাহাদের ৫০ টাকা হারে কর দিতে হইবে। ৪০ হাজার টাকা কি ইহার অধিক যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদের ৮০০ শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। মান্দ্রাজে ইডেন সাহেবও নাই, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশনও নাই, ম্যাকেঞ্জি সাহেবও নাই, সুতরাং সেখানে আইনের এরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না কেন? যাহা মান্দ্রাজে হইয়াছে তাহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইত। ষ্ট্রাচি সাহেব যখন এই আইনের বিলটী সিলেক্ট কমিটীতে অর্পণ করেন তখন তিনি এই রূপ ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা ছিল যে তাহারা এই আইন সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন করেন এবং বিলম্ব করিয়া বিধিবদ্ধ করেন। ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেন্টের বিলম্ব করিয়া বিধিবদ্ধ করার কারণ যে, ব্যবস্থাপকেরা এ সম্বন্ধে সাধারণের মত কি তাহা অবগত হন, কিন্তু ইডেন সাহেবের পরামর্শে তাহারা ইহা শীঘ্র বিধিবদ্ধ করিলেন। যদি আর ১৫ দিন বিলম্ব করিতেন তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরা ইহার প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে বোম্বাই হইতে ইহার বিরুদ্ধে যে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উঠিত, ষ্ট্রাচি সাহেব দেখিতেন যে লোকে লাইসেন্স ট্যাক্স চাহে না, এবং তাহাদের যদি কোন রূপ ট্যাক্স দিতে হইত তাহা হইলে তাহাদের বিবেচনায় উহা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, উহাতে দরিদ্র লোক মারা না পড়ে।

—০০—

পুনা, সুরাট, ও বোম্বায়ের অন্যান্য স্থানে লাইসেন্স ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সভা হইতেছে। মান্দ্রাজেও সত্বর এই রূপ একটি সভা আহুত হইবে। পুনার সভাতে ৩।৪ হাজার লোক উপস্থিত হন কিন্তু সুরাটে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। এখানে অনাচ্ছাদিত স্থানে সভা আহুত হয় এবং তথায় ২৫০০০ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে লাইসেন্স ট্যাক্সের বিপক্ষে লোকে প্রতিবাদ করিতেছে এবং এ সময় কলিকাতাবাসীরা যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন না করিতেন তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট কোন মতে ধনীর অর্থে হস্ত না দিয়া দীনহীন দরিদ্র লোকের অর্থ দ্বারা রাজকোষ পূর্ণ করিতে সাহস করিতেন না। কলিকাতাবাসীরা এবার ট্যাক্স সম্বন্ধে যে অনিষ্ট করিয়াছেন তাহা আবার বৃদ্ধি করার যত্ন না করিতেন তাহা হইলেও বোধ হয় দেশের কতক মঙ্গল হইত, কিন্তু তাহারা আপনারা ভ্রম করিয়া অপরকে এ ভ্রম প্রমাদে পতিত করিবার যত্ন করিতেছেন। যাহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহাদের এক বার দেশের দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য এবং পৃথিবীর মান মর্য্যাদা বৈভব যে অল্প দিনের জন্যে তাহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

—০০০—

আমরা আহ্লাদের সহিত এই পত্র খানি এ স্থলে প্রকাশ করিলামঃ—

আমাদিগের কারামোচন জন্য আপানারা নিস্বার্থপর হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যে সকল লোক আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, কিম্বা আমাদিগকে আইন সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিম্বা আমাদিগের নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া সংবাদ পত্রে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সমানরূপে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যত দিন শরীরে জীবন থাকিবে তত দিন তাঁহাদিগের দয়া বিস্মৃত হইব না। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা সকলই দীর্ঘজীবি ও সুখী হউন। আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া আপনারা যে দয়া করিয়াছেন তাহার জন্য পরমেশ্বর আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনারা সাহায্য না করিলে আমরা নিরুপায় হইয়া জেলে বন্দী হইয়া থাকিতাম। আমাদিগের প্রার্থনা এই যে রামগতির সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট তদারক করুন এবং সেই তদারকের জন্য আপনারা সকলেই সাহার্য্য করুন।

ইতি ৮ ই মার্চ্চ।
শ্রীরাম চরণ বিশ্বাস।
শ্রীত্রৈলোক্য নাথ বিশ্বস।
শ্রীরামগতি কাহার।

—০০০—

কুইন বিক্টরিয়ার প্রাইবেট সেক্রেটরি তারে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে, কেশব বাবুর কন্যার সঙ্গে কুচবেহারের মহারাজার বিবাহ হইতেছে শুনিয়া মহারাণী ভারি আনন্দিত হইয়াছেন। মহারাজা হলকরও এই উপলক্ষে কেশব বাবুকে খেলাত পাঠাইয়াছেন। কেশব বাবুর ইতিপূর্ব্বে সামান্য পদ ছিল না তথাচ এখন যে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা পদ বৃদ্ধি হইল তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেন্ট তাহাকে এখন কোন উচ্চ উপাধি প্রদান করিবেন। তিনি নাইটেড হইলে বোধ হয় তাহার পদের অনুপযুক্ত সম্মান হইবে না।

—০০—

বাঁকিপুর হইতে গয়া পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার যে সঙ্কল্প হইয়াছিল তাহা এত দিন পরে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। এই লৌহ রত্মের মৃত্তিকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি গয়া অঞ্চলে লোকের কষ্ট উপস্থিত হওয়াতে ইহা এখন আরম্ভ হইল। দুর্ভিক্ষের জন্যে দেশের একটী উপকার হইল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিশেষ সৌকর্য্য সাধন করিলেন।

—০০—

আমরা "রুশ তুর্ক যুদ্ধ" নামক এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র মজুমদার ইহার প্রণেতা। যাহারা রুশ তুরস্ক সম্বন্ধীয় সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এউ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে অনেক গুলি উত্তম উত্তম যুদ্ধের ছবি আছে।

—০—

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সংবাদ

৬ই মার্চ্চ। এক পক্ষর মধ্যে সেণ্টপিটারস্ বর্গে সন্ধি পত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করিবেন। যুদ্ধের ক্ষতি পূরণের জন্যে রুশিয়া ১৪১ কোটি রুবেল তুর্কির নিকট দাবি করিয়াছেন। আর্ম্মেনিয়াতে তুর্কি সে সমুদয় রাজ্য রুসিয়াকে অর্পণ করিবেন তাহাতে এই অর্থের ১১০ কোটী শোধ যাইবে। বক্রী অর্থ তুর্কির নগত দিতে হইবে। সন্ধিতে এ রূপ সর্ত্ত নাই যাহাতে রুশিয়া আজর্জরুমও, ও ত্রিবিজন্দ অধিকার করিবেন, তবে রুশ সৈন্য যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তখন তাহারা ত্রিবিজন্দ হইতে জাহাজে উঠিবে। বলগরিয়া সম্বন্ধে এই রূপ কথা হইয়াছে। এই নূতন প্রদেশ রুশিয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে দুই বৎসর থাকিবে। এই দুই বৎসর এখানে ৪০ হাজার রুশিয় সৈন্য অবস্থিতি করিবে। রুশিয়দিগের ইউরোপীয় তুর্কি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এবং ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের আশিয় তুর্কি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কনেষ্টেণ্টিনোপোল হইতে রিউটার শুনিয়াছেন যে সুলতান আজ্ঞা দিয়াছেন যে রুশিয় সৈন্যেরা সেণ্টনিফালোস নামক স্থানে অবস্থিতি করিবে এবং বৃটিশ রণতরী মরমর সাগরে থাকিবে। এ রূপ রাষ্ট্র যে ইউরোপীয় রাজ সভা বেডেন বেডনে না বসিয়া বার্লিনে বসিবে এবং প্রিন্স বিসমার্ক ইহার সভাপতি হইবেন।

৭ই। রুশিয় সৈন্যেরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ইলগান ও কৃষ্ণ সাগরে আসিয়া জাহাজে উঠিবে।

৮ই। জেনারেল ইগনিটাফ ও রিউফ পাশা আগামী কল্য সেণ্টপিটারস্ বার্গে গমন করিবেন। অনেকে আশা করিয়াছেন যে রুশিয় সম্রাট সন্ধি সম্বন্ধে তুর্কির প্রতি আরো দয়া করিবেন।

৯ই। বার্লিনে রাজ সভা হইবে এই রূপ যে রাষ্ট্র হয় লর্ড ডার্বি বলিতেছে যে সে সত্য। কোন্ কোন ভিত্তির উপর সন্ধি স্থাপন হইবে তাহার মীমাংসা করিবার জন্যে অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডে লেখা লেখি হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে যে সর্ত্তে সন্ধি হইবে রুশিয়ার তাহা সমুদয় রাজ সভায় দরপেশ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত রাজ সভা সম্বন্ধে ইটালি ও ফ্রান্স সম্মত হইয়াছেন। ইউরোপীয় রাজ সভাতে তুর্কির পক্ষীয় হইতে সিবেট পাশা গমন করিবেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে রোমনীয়ার অন্তর্গত বাসারাটীয়া নামক স্থানের কাগুল ও বেলগ্রেড নগর রুশিয়রা অধিকার করিয়াছে! থিসেলি ও ইউপিরুসে ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছে। অষ্ট্রীয়া ছয় কোটি রুবিণ যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যয় করিবেন। অষ্ট্রীয়া রাজ সভাতে প্রস্তাব করিবেন যে যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রুশিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। রুশিয়া যদি তাহার কথা না শুনিয়া ইউরোপ সাধারণের অথবা অষ্ট্রীয়ার ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাহা হইলে সমুদয় ইউরোপ তাহারা বিপক্ষ হইবে।

১১ই। লর্ড ডার্বি গ্রিসকে প্রতিনিধি রাজসভাতে গ্রহণ করিবার জন্যে প্রস্তাব করিবেন স্থির করিয়াছেন। বার্লিন রাজসভা হওয়ার পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্বীকার পাইয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে অষ্ট্রিয় বসনিয়া ও হার্জেগবিনা অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যদি সন্ধির সমুদয় সর্ত্ত রাজসভাতে দরপেশ করিতে রুশিয়া স্বীকার না হন, তাহা হইলে বোধ হয় নিশ্চয় যুদ্ধ হইবে।

১২ই। গ্রিসের প্রতিনিধি পাঠানের বিষয় লর্ড ডার্বি রাজসভাতে প্রস্তাব করিয়াছেন।

সংবাদ।

=ইউরোপে যত বন আছে সে সমুদয় রাজার সম্পত্তি এবং ইহা হইতে যত টাকা উৎপন্ন হয় সে সমুদয় রাজ ভাণ্ডারে গমন করে। স্থানে স্থানে ইহা দ্বারা রাজ্যের বিস্তর রাজস্ব সংগৃহীত হয়। প্রশিয়াতে বন হইতে ১০০০০০০ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। জার্ম্মেনীর অন্তর্গত বাবেরিয়াতে যে বন আছে তাহা হইতে বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে কালে ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিস্তর রাজস্ব সংধহীত হইবে।

—সম্বাদ পত্রের প্রতি কেবল এখানে রাজ পুরুষেরা সদয় নন, বিলাতে এই রূপ। সেখানে কোন এক গবর্ণমেণ্ট আফিসের এক জন কার্ক গোপনে সমুদয় গুরুতর সম্বাদ সংগ্রহ করিয়া একখানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিতেন। ইহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রাজ পুরুষেরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, অনেক আফিশের কেরাণীরা এই রূপ গোপনে সম্বাদ পত্রে সম্বাদ পাঠায়। ক্লার্কেরা এই রূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে না পারে ইহা শাসনের জন্যে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যদি কোন গতিকে কোন কার্ক সম্বাদ পত্রে কোন সম্বাদ পাঠান তাহা হইলে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

—রেঙ্গুন গেজেট লিখিয়াছেন, রেঙ্গুনের স্ত্রী লোকদিগের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। সেখানে বৈবাহিক বন্ধন অতিশয় শিথিল, স্ত্রী কি পুরুষ সামান্য ব্যয় করিলে উহা ছেদন করিতে পারে। সেখানে স্ত্রীরা অন্তঃপুরে বাস করে না, স্বামীর সঙ্গে একত্রিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করে। আমরা একটি স্ত্রী লোককে জানি। ইনি চাউলের ব্যবসায় করিতেন এবং যখন বাহিরে আসিতেন তখন এক জন পুরুষ তাহার ছাতি ধরিয়া আসিত। আমরা এক দিন এই স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি যে, যে ছাতি ধরে সে তাহার কে হয়? স্ত্রীলোকটি উত্তর করেন উনি আমার স্বামী।

—পারস্য দেশে একটি শিশের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ খনিতে সাড়ে তিন ফিট উচ্চ গন্ধক মিশ্রিত শিশা আছে এবং ইহার শতকরা দুই তিন ভাগ রৌপ্য আছে।

—যদি আমাদের স্মরণ শক্তি বিভ্রান্ত না হইয়া থাকে, অনেক দিন হইল বহরমপুরে একটি কৌতুহলাক্রান্ত মকর্দ্দমা হয়। এক ব্যক্তি কতক গুলি দুষ্কর্ম্ম করিয়া পলায়ন করে। অনেক দিন পরে সে ধৃত হয়। যখন সে দুষ্কর্ম্ম করে তখন এক রূপ ফৌজদারি আইন ছিল, যখন সে ধরা পড়ে তখন ফৌজদারি আইন আর এক রূপ হয়। যখন সে দুষ্কর্ম্ম করে তখন তাহার কৃত কার্য্য গুলি তখনকার আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল, কিন্তু ব্যবস্থাপকদিগের অনুগ্রহে কি ত্রুটিতে বর্ত্তমান আইনে সে সমুদয় গুলি অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয় না। ইহার এই ফল হয় যে, উক্ত ব্যক্তি রাজবিচারে অব্যাহতি পায়। সম্প্রতি এই রূপ আর একটি গোলযোগ উপস্থিত। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, সরকারি পত্রে টিকিট মারিতে হইত না, পত্রের উপর হাকিমদিগের অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মারিদিগের নাম স্বাক্ষর হইলে উহা বিনা মাসুলে পোষ্টাল কর্ম্মচারীরা রওনা করিতেন। এই নিয়মের পরিবর্ত্তে সারবিশ ল্যাবেলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। আমরা যেরূপ টিকিট দেই সরকারি পত্রেও সেই রূপ টিকিট মারার রীতি হয়, তবে এই টিকিটের উপর সার্ব্বিশ শব্দ অঙ্কিত থাকে। এই সরকারি টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হওয়া অবধি অনেক গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে সরকারি টিকিট চুরি করিয়া পত্র পাঠায়। যাহারা এই রূপ দুষ্কর্ম্ম করে তাহাদের মধ্যে অনেক লোক ধরা পড়িয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি পাটনাতে এই রূপ কতকগুলি মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। আসামীর পক্ষীয় উকিল তর্ক উঠান যে ফৌজদারি আইন অনুসারে সরকারী টিকিট সরকারী পত্র ভিন্ন অপর পত্রে ব্যবহার করিলে যে দণ্ড পাইতে হইবে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। পাটনার কর্তৃপক্ষীয়েরা এই বিষয়ের ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত লিগেল রিমেম্ব্রাঙ্গারের মত চাহিয়া পাঠান এবং তিনি মত দিয়াছেন যে ফৌজদারী আইনে প্রকৃত এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। মাজিষ্ট্রেট কাজেই আসামিদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

=মান্দ্রাজে এক জন আয়া একটি কিরোশিন তৈলের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার পূর্ব্বে প্রদীপের মধ্যে উক্ত তৈল পূর্ণ করিতেছিল। একটি বালক সেই খানে একটি প্রজ্বলিত সলিতা হাতে করিয়া উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সলিতা তৈলের মধ্যে পতিত হওয়ায় প্রজ্বলিত হইয়া আয়া সাংঘাতিকরূপে দগ্ধ হইয়াছে।

—শ্যাম রাজ্যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে শ্যামের রাজা আজ্ঞা দেন যে তাহার রাজ্য হইতে চাউল রপ্তানি হইবে না। সম্প্রতি তিনি এই আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যদি আবার শস্য দুর্মুল্য হয় তাহা হইলে তিনি আবার এই রূপ রপ্তানি বন্ধ করিবেন।

—এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইউরোপের এক জন প্রধান রাজ পুত্র আফেরিকার উত্তর হইতে দক্ষিণের শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিবেন। তাহার সঙ্গে এক শত শিকারপ্রিয় ধনাঢ্য ব্যক্তিও গমন করিবেন।

=গত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গলায় গত হৈমন্তিক শস্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই। মধ্যে বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে আম্রের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। হৈমন্তিক খন্দের উৎকৃষ্ট অবস্থা সত্বেও প্রায় সর্ব্বত্র গোম অতিশয় দুর্মুল্য হইয়াছে।

—বাঙ্গলায় পুরি, হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা, মানভুম, প্রভৃতি স্থানে লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তবে চিলকা হ্রদে লবণ প্রস্তুত হইতেছে এই নিমিত্ত পুরির অনেক লোকের কষ্ট দূর হইয়াছে। হাজারিবাগ হইতে বিস্তর কুলি চা বাগানে কাজ করিতে দেশত্যাগী হইতেছে। মানভুমে মাকোয়া ভাল হইবার সম্ভব আছে।

—হাইকোর্টের জজেরা এই প্রণালীতে আপাতত কাজ করিবেন। প্রথম বেঞ্চে চিফ জষ্টিশ ও জষ্টিশ ম্যাগডলেণ্ড বিচার করিবেন। ইহারা রেগুলার আপিল ও লেটার পেটেণ্টের ১৫ ধারা অনুসারে যে সমুদয় আপিল হইবে তাহা বিচার করিবেন। দ্বিতীয় বেঞ্চে জষ্টিশ কেম্প ও মরিস বিচার করিবেন। রাজসাহী বিভাগের কার্য্য ইহাদের হস্তে অর্পিত হইবে। তৃতীয় বেঞ্চে জষ্টিশ জ্যাকশন ও কানিংহম বিচার করিবেন। ইহারা ফৌজদারি আপীল শুনিবেন। চতুর্থ বেঞ্চে জষ্টিশ মার্কবি বিচার করিবেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কার্য্য ইহাদের হস্তে অর্পিত হইবে। পঞ্চম বেঞ্চে জষ্টীশ হোয়াইট ও মিত্র বিচার করিবেন, ইহাদের হস্তে পাটনা বিভাগের ভার থাকিবে। জষ্টিশ আন্সিলির উপরে ইংলিশ বিভাগ ও পঞ্চাশ টাকার অনতিরিক্ত মূল্যের মকর্দ্দমার আপিলের ভার থাকিবে। জষ্টিশ পণ্টিফিক্সের হস্তে ওরিজিনাল জুরিস ডিকশনের ভার থাকিবে।

—লফোড সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ড গমন করিতেছেন। তাহার হস্তে ডিকেন্স সাহেব নিযুক্ত হইলেন। ডিকেন্স সাহেবের কৃষ্ণনগর গমন করিতে বিলম্ব হইলে ২৪ পরগণার আডিশনাল জজ বার্ণার সাহেব তথায় নিযুক্ত হইবেন।

—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে সচরাচর যেরূপ শস্য হইয়া থাকে এ বৎসর তাহা হয় নাই, পোকা ও হিমের জন্যে শস্যের বিস্তর অনিষ্ট [illegible]ানে দিন দিন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ক্রমে এখান হইতে শস্যের রপ্তানি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ও উহা দুর্মুল্য হইয়াছে।

—প্রান্তে এবার যেরূপ ভয়ানক শীত পড়িয়াছে তেমনি ঝটিকা হইয়াছে। এই রূপ সম্বাদ আসিয়াছে, গজনি নগরের নিকট অনেক গুলি দুর্গ ও গ্রাম তুষারের মধ্যে প্রোথিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বিস্তর প্রাণী নষ্ট হইয়াছে। আবার রাষ্ট্র হইয়াছে যে তুষারে পথ ঘাট অবরোধ হওয়াতে কাবুলে কোন দ্রব্যাদির আমদানি হয় না এবং এই জন্যে অনশনে ও শীতে বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

—বিলাতি একখানি সম্বাদ পত্রে এই সম্বাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ওলডাম নামক একটি জেলায় ৪০ টী বস্ত্র বয়নের কল আছে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই যন্ত্রাধ্যক্ষেরা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শত করা ১১ টাকা লভ্য করেন, কিন্তু গতবৎসর ইহারা শত করা পৌনে চারি টাকার অধিক লভ্য করিতে পারেন নাই। আবার গত বৎসরের তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে এই ৪০টী যন্ত্রের অধ্যক্ষদিগের মধ্যে কেবল চারি জনের কিছু লভ্য হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের চেম্বর অব কমার্সের সভায় আশ[illegible]র্থ নামক এক জন সাহেব বলেন, এখন যে এই রূপ লভ্য হইতেছে না ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন বিস্তর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তিনি বলেন, কেবল ল্যাঙ্কেশায়ারে ১৮৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা ৭২২৮৩০৫টী অতিরিক্ত চর্কা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহার জন্যে যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের ১১ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। আবার এই স্থানে পূর্ব্বে ৩৯৯৯৯২ তাঁতের দ্বারা কাপড় বুনান হইত, এখন ইহার সংখ্যা ৪৬৩১১৮ হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের যে পূর্ব্বাপেক্ষা কম লভ্য হইতেছে ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইংলণ্ডে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যত ব্যয় পড়ে অপর দেশে তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হয়। এই জন্যে বেলজাম হইতে ইংলণ্ডে বস্ত্রের আমদানি হইতেছে। ইংলণ্ড অপর দেশকে নির্ধন করিয়া আপনার ধন বৃদ্ধি করিয়াছেন, সুতরাং নির্ধন দেশে যেরূপ কুলি মজুর সুলভ ইংলণ্ডে তাহা নাই, সুতরাং প্রকৃতি দেবীর নিয়ম অনুসারে ইংলণ্ডের এখন ক্ষতি স্বীকার করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

—পাইওনিয়ারের এই সম্বাদটী এদেশীয়দিগের মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। গত এপ্রেল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দুই লক্ষ টাকার সাবান আমদানী হইয়াছে এবং এ দেশ হইতে আড়াই লক্ষ টাকার সাবান অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে। এক জন ইংরাজ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অদ্যাপি সাবান আমদানি হয় ইহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, কারণ সাবান প্রস্তুত করিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা ভারতবর্ষে অপর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায় এবং মার্সিলেসে যে প্রণালীতে সাবান প্রস্তুত হয় এখানে যদি সেই প্রণালীতে সাবান প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে কেবল ভারতবর্ষে সাবানের আমদানী বন্ধ করা যায় না, অপর দেশে ইহার বিস্তর রপ্তানি করা যায়। সাবান সম্বন্ধে উক্ত সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বাণিজ্য দ্রব্য মাত্রেই প্রায় তিনি তাহাই বলিতে পারিতেন। ইণ্ডিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠিত কালেজ দ্বারা এই সমুদয় যাহাতে এ দেশে প্রচার হয় তাহারই উদ্যোগ হইবে।

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ঝান্সিতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

—মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, সালার জাঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটরিকে যে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন সে উত্তম করিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় বটে সালার জং কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা দ্বারা আর কোন উপকারই পাওয়া যায় নাই, বরং তিনি বেরার পুনঃ প্রাপ্তির তদ্বির করিবার জন্যে বিলাতে গমন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যুদ্ধের উপকরণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থাতে গবর্ণমেণ্টের উচিত যে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। তাহা বটেই ত! সিপাহী যুদ্ধের সময় তাহা দ্বারা উপকার হইয়াছিল। তাহার জন্যে আর তাহার নিকট এখন কৃতজ্ঞতা দেখানের প্রয়োজন কি?

=শ্রীহট্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে উহার দক্ষিণে শীলা বৃষ্টি ও ঝড় হইয়া গিয়াছে। হিঙ্গিজিয়া থানার দক্ষিণে এরূপ প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে উহা দ্বারা ৪০৬ গৃহ ও ঐ সঙ্গে ছয় জন মনুষ্য নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত ৩৩টী গরু ও ৩৪টী মনুষ্য হত হইয়াছে।

—রুশিয়াতে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের প্রান্ত সংক্রান্ত যত ইংরাজি পুস্তক আছে তাহা সংগৃহীত হইতেছে।

—বেঙ্গাল টাইমসে এই জনরবটী প্রকাশিত হইয়াছে। "আসামে পিকক, ইঙ্গিলিস, ও গেরেট সাহেব শিকার করিতে গমন করেন এবং জনরব উঠে যে, ইঙ্গিলিশ সাহেব ব্যাঘ্র দ্বারা আহত হইয়াছেন ও আবার কেহ২ বলিতেছে যে ইঙ্গিলিশ সাহেবের এরূপ বিপদ হয় নাই, পিকক সাহেব ব্যাঘ্রের হস্তে পতিত হইয়াছেন। কেবল এই রূপ জনরব উঠে নাই আর এক রূপ জনরব উঠিয়াছে। এই শেষোক্ত জনরবকারীদের মধ্যে দুইটি দল। এক দল বলিতেছে যে, পিকক সাহেব ব্যাঘ্রের হস্তে পতিত হন নাই, তিনি দৈব ক্রমে বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছেন, অপর দলস্থ লোক রাষ্ট্র করিতেছে যে তাহা নহে, ইঙ্গিলিস সাহেবওপিকক সাহেবে বিবাদ হয়এবং ইঙ্গিলিস সাহেব পিকক সাহেবকে গুলি দ্বারা আহত করিয়াছেন। কিন্তু এই জনরব গুলি সমুদয় মিথ্যা, সাহেবদিগের মধ্যে কাহারও কোন রূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। এক জন হস্তির মাহুত কেবল ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে। যা[illegible] উপরিউক্ত জনরব উঠান তাহাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল, য[illegible] শিকারি দলের মধ্যে এদেশীয় আছে তখন ব্যাঘ্র কেন সাহেবদিগকে আহত করিবে এবং বন্দুকের গুলিই বা এদেশীয়দিগকে রাখিয়া সাহে[illegible]দিগকে আহত কেন করিবে।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, মৃত বাবু খেলাচ্চন্দ্র ঘো[illegible] বিষয় লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রথম পক্ষীয় স্ত্র[illegible] এক কন্যা আছেন এবং শেষ পক্ষীয় স্ত্রী একটি পোষ্য পুত্র গ্রহ[illegible] করিয়াছেন। খেলাত বাবু উইল না করিয়া পরলোকগত হন। তাঁহা[illegible] কন্যা বলিতেছেন যে, হিন্দু বিধবা স্ত্রীর স্বামীর অনুমতি ভিন্ন পোষ্য পু[illegible] গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, অতএব তাহার পোষ্যপুত্র গ্রহণ সুসি[illegible] হয় নাই। কাহার পৌষ মাস কাহার সর্ব্বনাশ। ইহারা হয় ত মকর্দ্দমা করিয়া উভয়ই উচ্ছিন্ন যাইবেন, ও দিকে কতকগুলি উকিল বারিষ্টারদের মহা ফলাহার জুটিয়া যাইবে।

=গোয়ালন্দ হইতে ময়মানসিং পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্ত[illegible] হয় তাহার জরিপ আরম্ভ হইয়াছে।

—যুদ্ধের নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে রুশিয়ায় পূর্ব্বে যে রপ্তানি হই[illegible] তাহার বিস্তর কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হ[illegible] রুশিয়ায় ৮০৫৯৫২৪০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৬১৮২ ৮৮৮০ রপ্তানি হয়, এবং গত বৎসর মোট ৪১৮১৪১১০ টাকার রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডজাত পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি রুশিয়াতে যেরূ[illegible] কমিয়াছে, তুর্কিতে সেরূপ কমে নাই। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হই[illegible] তুর্কিতে ৫৮৮৯৯০৫০ টাকার পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি হয় এবং গত বৎস[illegible] ৫৬১৫৬৫৮০ টাকার রপ্তানি হইয়াছিল। যুদ্ধ অবসান হইলে বোধ [illegible] ইংলণ্ড হইতে তুর্কিতে যত দ্রব্যের রপ্তানি হইতেছে তাহা ব[illegible] যাইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে তুর্কি ইংলণ্ডের ছিল, যুদ্ধ অবসানের পর [illegible] উহা রুশিয়ার হইবে।

—৫ই মার্চ্চ তারিখে মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হ[illegible]য়াছে যে, গত সপ্তাহে অনেক লোক রিলিফওয়ার্ক ছাড়িয়া গিয়াছে এ[illegible] যাহারা বিনা পরিশ্রমে গবর্ণমেণ্ট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হইতেছিল তাহা[illegible]দের সংখ্যাও অনেক কমিয়াছে।

—গবর্ণমেণ্টের অন্যতর সেক্রেটরি রেনলড সাহেব ১৫ মাসের [illegible] লইয়া ইংলণ্ড গমন করিতেছেন। টেম্পল সাহেবের রাজত্বকালে বেঙ্গ[illegible] গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে কয়েক জন সেক্রেটরি ছিলেন, ইডেন সা[illegible] তাহাদের মধ্যে কেবল রেনলড সাহেবকে রাখেন, আর সমুদয়কে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার নিজের লোক নিযুক্ত করেন। বোধ হয় এত দিন পরে তিনিও চলিলেন।

—লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ৬ই মার্চ্চ বুধবার তারিখে কটক ছাড়িয়া চট্টগ্রামে গমন করেন, শনি ও রবিবার চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিয়া কলিকাতায় রওনা হইবেন, এবং ১৩ই তারিখে এখানে পৌছিবেন।

—মনুষ্য সকল স্থলেই সমান। এখানে যেরূপ অনেক স্থলে অনেক সময় স্বামী রাগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে প্রহার করেন ইংলণ্ডেও সেই রূপ হইয়া থাকে। তবে এখানকার স্ত্রীলোক সত্য২ স্ত্রীলোক সেখানকার স্ত্রীলোক ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহারা সুতরাং স্বামীর প্রহার সহ্য করিতে পারেন না। তাহারা যখন হস্তের দ্বারা ইহার প্রতিশোধ লইতে না পারেন তখন তাহারা ইহা লইয়া এরূপ গোলযোগ করেন যে স্বামীর পরিণামে পরাস্ত স্বীকার করিতে হয়। স্ত্রী লোকেরা বিলাতে ইহা লইয়া এত গোলযোগ করিয়াছেন যে এক জন সম্পাদকের মতে এরূপ এ[illegible] আইন করা কর্ত্তব্য যে, যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করেন তাহা হইলে স্ত্রী ইচ্ছা করিলে পুত্র সন্তান লইয়া স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন এবং এরূপ পৃথক হইলেও স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে স্বামীর ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

—বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কোন কোন জেলায় পুনর্ব্বার লোকের অন্ন কষ্ট হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সে সমুদয় স্থানে পুনর্ব্বার রিলিফওয়ার্ক খুলিতে আদেশ করিয়াছেন।

—আগামী শনিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের উৎ[illegible] হইবে।

—লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিশ রাইটারস রিলডিঙ্গে আনিবার জন্যে উদ্যোগ করিতেছেন। এখানে সেক্রেটরিয়েট আফিশ উঠিয়া আইলে আর্ম্মানিঘাটে রেলওয়ে আফিশ উঠিয়া যাইবে।

—পৃথিবীর কোন্ নগরে সপ্তাহে কত লোকের মৃত্যু হয় নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল। কলিকাতায় ৬০, বোম্বাই ৪১, মান্দ্রা[illegible] ৮৯, পারিসে ২১, জিনেবা ২৯, ব্রুসেলে ৩১, আমসটারডমে ২৭, রটা[illegible]ডামে ৩০, হেগে ২৮, কপেনহেগেনে ১৭, ষ্টকলহমে ২৪, বার্লিনে ২[illegible] হামবার্গে ২৬, ড্রেসডেনে ২২, মিউনিকে ৩১, বায়েনায় ৩২, বুধপেস্থে [illegible] রোমে ৩৩, নেপেলসে ৩২, টুরিনে ৩৮, বেনিসে ৪২, আলেকজেণ্ড্রিয়ায় [illegible] নিউইয়ার্কে ২৩, দিলাডেলফিয়ায় ১৯, ও বোষ্টনে ২২।

—এই দুঃসময় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই ও মান্দ্রাজে লবণের শুল্ক [illegible] করিয়াছেন দেখিয়া ফসেট সাহেব ভারি দুঃখিত হইয়াছেন। তি[illegible] বিষয় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন পূ[illegible] তাহার নোটিশ দিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেবও এই বিষয় ক[illegible] পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু যত দিন ম[illegible] আমাদের উপর প্রসন্ন না হইতেছেন তত দিন ইংরাজ জাতিরও [illegible]দের উপর দয়া হইতেছে না।

তুরস্ক যুদ্ধে এবার যে কত রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে লা যায় না। এক জন তুর্কের মস্তকে একটী গুলি লাগিয়া তাহার ক্ষের অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সে সাত মাইল লিয়া যায় এবং পথে এক রাত্রি অতিবাহিত করে। অবশেষে এক হস্পিটালে উপস্থিত হয় এবং সেখানে পৌছিয়া সে অজ্ঞান া ভূমিতে পতিত হয় এবং তিন চারি ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণ বিয়োগ য়।

—তিন দেশের দুর্ভিক্ষ কিছু মাত্র কমে নাই। লোকের কষ্টের এক ব হইয়াছে। এমন কি মযুখো ছেলে সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে বং গাছের পাতা ও কর্দ্দম দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতেছে। শতং লোক াস্তার উপর মৃত ও মুমূর্ষাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের দয় এই সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আর বিগলিত হয় না। াহারা আপনাদের কষ্ট লইয়াই বিব্রত।

—মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি ফিরিঙ্গিদিগকে ভারতবর্ষীয় সৈন্য ভাগে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভাগ্য বশতঃ সৈন্য বিভাগে এমন একটী লোক নাই যিনি এদেশীয়দের ক্ষে দুটি কথা বলেন।

—সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এক খেয়ালি পুরুষ ছিলেন এবং ইডেন সাহেব আর এক খেয়ালী পুরুষ আসিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব এক জেলা াঙ্গিয়া অন্য জেলা বাড়াইতেন, ইডেন সাহেব বড়২ জেলা গুলি াঙ্গিয়া ছোট২ করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর নদীর ক্ষিণ কতকগুলি থানা বাঁকুড়া জেলা এবং রামপুরহাট উপবিভাগ রসিদাবাদ জেলা হইতে বীরভূমের অন্তর্গত করা হইবে।

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ক্রমে রেলওয়ে কর্ত্তৃক খচিত হইতে চলিল। তি কানপুর হইতে ফারাক্কাবাদ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণের াজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির হইয়াছে।

—আর্ম্মেনীয়ার যে অংশ রুশিয়া কর্ত্তৃক স্থায়ীরূপে অধিকৃত হইবে াহার লোক সংখ্যা ৬১০৭৪৪। ইহাদের ১৮০১৮৮ জন আর্ম্মেনিয়ান, ০৭৪৯ জন কুর্দ, ১৮৯২৫০ জন তুর্ক, ১৫০৯৮ জন কিষ্টলবাসা, এবং ০০০ জন তাতার। এই রুশিয়াধিকৃত আর্ম্মেনিয়া দুই গবর্ণমেণ্টে বভক্ত হইবে এবং উহাতে ছয়টি প্রদেশ থাকিবে, অর্থাৎ খানদির, বেয়াজিদ, ভ্যান, মাস, আরিভ্যান, এবং কারস। এই প্রদেশ গুলির বলক্ষণ উৎপাদিকা শক্তি আছে এবং রুশ কর্ম্মচারীরা অনুমান করেন যে, শাসন ব্যয় বাদে রুশিয়ার বৎসর ৩০০০০০০ রোবল লভ্য থাকিবে।

—বর্ত্তমান যুদ্ধে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া ছিলেন সুলতান তাহাদিগকে বরখাস্ত করিয়াছেন। বেকার পাশা তুর্কি পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছেন।

—বেরারে অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে তুলা আবাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

প্রেরিত

নূতন ব্যবসায়।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা হৃদয়ভেদী নূতন একটি ব্যবসার বিষয় আপনার শ্রুতিগোচর করাইতেছি। ইহা প্রকাশে যদি আমাদের ইপ্সিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ মাত্রও শুভ হয় তবেই কৃতার্থ হইব।

অস্মদ্দেশে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য, দ্রব্য মাত্রেরই আমদানী অধিক হইলে মূল্যের হ্রাস হয় কিন্তু এ বাজার ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে। এই প্রথাটিতে পূর্ব্ব বঙ্গ বিশেষতঃ মহেশ্বরদী ভাওয়াল ইত্যাদি পরগণার নিস্ব ও মধ্যবিৎ ব্রাহ্মণদিগের বংশ এক কালে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমতঃ এক্ষণ চাউল ইত্যাদি যে প্রকার দুর্মূল্য তাহাতে কোন রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; পরন্তু এখন বিবাহ করিতে গেলে ১৫০০, ১৬০০ কিম্বা ২০০০ টাকা পর্য্যন্তও পোণ দিতে হয়। এই অত্যধিক পোণেও অনেকে এক মাত্র উপায় স্বরূপ পৈত্রিক সম্পত্তি ইত্যাদি যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও বংশ লোপ ভয়ে বিবাহ করিতেছেন।

কিন্তু এই প্রকার বিবাহে যে এখন কত লোককে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে হইতেছে তাহা বচনাতীত।

আমরা জানিনা যে সর্ব্বস্ব হারাইয়া এই রূপ বিবাহে কি সুখ। যদি বলেন সংসার ধর্ম্ম—কিন্তু দেখুন এই প্রকার বিবাহের পর দিন হইতেই অন্ন চিন্তায় মন এত দূর পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত হইতে থাকে যে তাহাতে আর সংসারে সুখ ভোগ করিব এরূপ বাসনা কখনই মনে স্থান পাইতে পারে না।

এই ব্যবসায়ে এতদ্দেশীয় লোক অবিমর্ষভাবে এত দূর রত যে তাহা নিম্নলিখিত কতিপয় সংবাদ পাঠেই জানিতে পারিবেন। দুই বৎসর হইল কোন এক ভট্টাচার্য্য বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিছু দিনের নিমিত্ত ঢাকায় আসিয়া অবস্থান করেন। ইতি মধ্যে তাঁহার বাটী হইতে সংবাদ আসিল, যে তাঁহার ব্রাহ্মণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহাতে ভট্টাচার্য্যের বাসাস্থিত লোকেরা মিঠাই ইত্যাদি খাওয়ার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূকুটি করিয়া বলেন যে কন্যা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সন্তোষ করিতাম। এবার আবার তিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার এবার একটী কন্যা হওয়ায় বড়ই খুসী। কন্যাকে নিলামে চড়াইয়া বাড়ী পাকা করিয়া লইব বলিয়া ৺ ঢাকেশ্বরীর পূজা ও পূর্ব্ব বাক্তিগণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছেন।

অন্য এক ব্যক্তি তাহার ছয় বৎসরের কন্যাকে নিলামে চড়াইয়া ১৬০০ শত টাকায় এক নিরন্ন ব্রাহ্মণের গলায় গাথিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অনেকে ১২।১৩ শত টাকা পর্য্যন্তও ডাকিয়াছিল। হয় ত সে স্থানে কন্যা দান করিলে কন্যা সুখে থাকিত কিন্তু তাহা না দিয়া স্বচক্ষে ঋণজালে জড়িত উক্ত ব্রাহ্মণের নিকটই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, উত্তমর্ণদিগের তাড়নায় ব্রাহ্মণ তনয় এক্ষণ দেশত্যাগী পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

এই প্রকার কত ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়াও নিজ কন্যাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছেন তাহা অগণনীয়। এই প্রকার কন্যা বিক্রয় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আচ্ছা সম্পাদক মহাশয় এক্ষণ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে কি পোণসম্বন্ধে একটি নিয়ম থাকিলে ভাল হয় না? বোধ হয় আমাদিগের স্বদেশীয়েরা যদি শাসনকর্ত্তা থাকিতেন তবে তাহারা কখনই ইহা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। না সকলেরই উদ্দেশ্য যে ব্রাহ্মণ কুল ক্ষয় হউক; আর দেখুন এক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা একং জনে ১৬।১৭টী বিবাহ করিয়া একের মৃত্যুতে সকলকেই বৈধব্যদশাবলম্বিত করাইতেছেন, আবার পক্ষান্তরে অন্য শ্রেণীতে কেহকে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্তও কৌমর্য্যাবস্থাপন্ন থাকিতে হইতেছে। এই সকল কি ব্রাহ্মণ কুল ক্ষয় হওয়ার প্রকৃত লক্ষণ নয়?

এক্ষণ উপসংহারে বক্তব্য এই যে কন্যা বেচা ব্যবসায়ীরা যেন পোণের প্রথাটী কিছু অল্প করিয়া লয়েন—নতুবা ব্রাহ্মণ কুল অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

৬ই ফাল্গুণ	একান্তানুগৃহীত।	
১২৮৪ সাল	শ্রীগঙ্গা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।	সাং মহেশ্বরদী।
ঢাকা।	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার দাস।	সাং বনগ্রাম।
	শ্রীকুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	সাং বিক্রমপুর।

বিজ্ঞাপন॥

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্নলিখিত মহৌষধ সকল কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্য।

১। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট।

ইহা সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি, শারিরীক সৌন্দর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্ত মেহ ও ধাতুস্থ পীড়া, উপদংশরোগ, পুরাতন কাশী, হাপানি, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি পীড়া সমূহের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

২। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ।

ইহা সেবনে শরীরের পারদ-জাত বা গরমির পীড়া দ্বারা দূষিত রক্ত, গাত্রে পারদফোটন বা ঘা হওন এবং উহার আনুষঙ্গিক পীড়াসমূহের বিশেষ উপকার দর্শিবে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

৩। অম্ল পীড়ার মহৌষধ।

ইহা বিবিধ প্রকার অম্লরোগের শান্তিকারক ঔষধ যথা, অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, পেট জালা ও বুক জালা, অম্লশূল, অজীর্ণ ইত্যাদি। মূল্য ৸০ আনা প্যাকিং ৵০।

৪। বৃহৎ হিমসাগর তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বায়ু ও পিত্তি রোগ সকল ত্বরায় আরোগ্য হয়। যথা, মাথা ঘোরা ও বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জালা, হস্ত পদাদি জালা ইত্যাদি। মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

৫। বাতরাজ তৈল।

ইহা দ্বারা বিবিধ প্রকার বাতরোগ হয় যথা, কন্‌কনে বাত, কামড়ানে বাত, হাত পা অবশ বা টেনে ধরা, যত দিনের হউক না কেন আরোগ্য হইবেক। মূল্য ৸০ আনা প্যাকিং ৵০ আনা।

৬। শরীর শোধক বটিকা।

ইহা দ্বারা পুরাতন মেহ ও ধাতুস্থ পীড়া, বহু মূত্র, শ্বেতপ্রদর, স্ত্রী লোকের রজ বন্ধ, অতিশয় শুক্রব্যয়, পুরুষত্ব হানি ইত্যাদি এক একটি রোগের অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবেক। মূল্য ১৷০ প্যাকিং ।০ আনা।

৭। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম।

[পারা সংস্রিষ্ট রহিত]

এই মলমের দ্বারা নূতন ও পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শের বলির ঘা, ইত্যাদি সপ্তাহকাল মধ্যে আরোগ্য হইবেক। মূল্য ৷০ আনা প্যাকিং ৵০।

৮। কেশ কন্দর্প তৈল।

ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ঠ হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধিকারিতা ও সুচিকণতা গুণ দর্শিবে, এবং অকালে যে কেশ শুভ্র হয় তাহা এই তৈল দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণ হইবে। মূল্য ৸০ আনা প্যাকিং ৵০ আনা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সাতক্ষীরার নাবালক জমিদারগণের নিম্নলিখিত ভূমি সম্পত্তি ৫ পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দবস্ত করণার্থে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোর্ট অব ওয়ার্ডস মনস্থ করিয়াছেন। আগামী ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে পর্য্যন্ত গ্রহণেচ্ছুকগণের নিকট হইতে টেণ্ডার গৃহীত হইবেক।

১	২	৩	৪	৫
পরগণার নাম।	কালেক্টরির তৌজির নং	যে ২ মহাল ইজারা বন্দবস্ত হইবেক তাহার নাম।	যে যে জেলায় ঐ সমস্ত মহাল স্থিত।	হস্তবুদ।
জয়পুর, আতাদি।	২৫৭।২ নং	তঃ বানাদি।	নদীয়া।	ন্যূনাধিক ৭৭০৮৴০
উখড়াব, চাকলে কৃষ্ণনগর।	৩৬৩ নং	মৌজে, বামার সিমলা।	ঐ	ঐ ১৯৪৸৴০

ঐ সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জেলা ২৪ পরগণার সাতক্ষীরার ম্যানেজার আফিসে আবেদন করিলে বিদিত হইবেন। গ্রহণেচ্ছুকগণ টেণ্ডার অর্পণ কালীন স্ব স্ব ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

হরিচরণ ঘোষ।
ম্যানেজার।
১০ সং।

FOR SALE.

A Male Elephant height 9-1 aged about 20 years, is a fast goer and has splendid tusks. A female Elephant height 10-1 aged about 35 years. Apply to Ishan Chundra Mukherjee 85 Amherst Street.

CALCUTTA.

HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

The 6th March 1878.

Agreeably to Rule 57 the following resolution passed at the sixth annual General Meeting of the subscribers held on the 27th January 1878 is published for general information.

"That for meeting the current expenditure of the Fund up to 31st March 1879 the Directors be authorized to draw from the deposit account with the Government of India, agreeably to Rule 55, to the extent of Rs. 3,203 provided in the Budget Estimate just passed."

Jodu Nath Ghose	Ramshunker Sen
Secretary.	Chairman.

শরৎ-সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১৷৴ ডাকমাসুল ৵।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষায় প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব"

———বান্ধব।

ইষ্টিমার ক্যাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১৷০
ঐ	ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।০
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	ওলাউঠার বাক্স ২৪ শিশি	১০
ঐ	ঐ ঐ ১২ শিশি	৫

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।

৩৪, কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট।

সেবন করিলে বুঝিতে পারিবেন।

"টনিক ড্রপ" ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বর (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া) প্লীহা, যকৃত, উপদংশ ও ধাতু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া, শির পীড়া প্রভৃতি অতি স্বল্প দিবস ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া, শরীর বলকারক করে। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

"গনোরিয়া মিক্‌চর" ইহা দ্বারা নূতন ও পুরাতন মেহ রোগ এক বারে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

আমাদিগের ঔষধিতে পারা ইত্যাদি কোন প্রকার অনিষ্টকর ধাতু নাই। যদ্যাপি ডাকের বা অন্য কোন প্রকার টিকিটে কেহ মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে টাকা প্রতি ৴০ এক আনা বাটা সহিত পাঠাইবেন। শিশির উপর প্রশংসা পত্র সহ ব্যবহার প্রণালীর কাগজ বেষ্টিত থাকিবে।

কেঃ এমঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানি (ড্রুগিষ্টস)

বেনারস।

অত্যাশ্চর্য্য সুফলপ্রদ ঔষধ।

ভারতজাত দ্রব্য সংযোগে চিকিৎসাতত্ত্ব সম্পাদক দ্বারা প্রস্তুত।

নবজ্বর ব্রহ্মাস্ত্র চূর্ণ।

৮ পুরিয়ার প্যাকেট ।০ আনা। ডাক মাসুল ৴০ আনা।

জীর্ণজ্বর প্লীহারি লৌহ।

১৬ পুরিয়ার প্যাকেট ॥০ আনা। ডাক মাসুল ৵০ আনা।

ব্যবস্থা পত্র প্যাকেটের মধ্যে থাকিবে। ২৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব কার্য্যালয়ে প্রাপ্য।

Wanted for the Alipore Reformatory School.

1. Carpenter.
1. Blacksmith.
1. Tin Smith as trade instructor.

Applicants must be Native of Bengal, well-conducted, and first class workmen. Apply personally to the Superintendent, Jail Manufactures, Alipore। ৫ সং।

কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী ও ৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীটস্থ মেডিকেল এণ্ড স্কুলবুকডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীপ্রমথ নাথ বসু প্রণীত।

অমর সিংহ নাটক … … … ॥০
অপূর্ব্ব মিলন নাটক … … … ॥০

৯ সং।

DR. H. GANGOOLY'S.

SPECIFIC PILLS.

(Infalliable cures)

Gonorrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8. with postage Rs. 2 Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

বিনীতভাবে সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করিতেছি যে এ বৎসর আমি অনেক নূতন গাছ ফুল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছি যথা ৫০ রকমের অকৃত্রিম আমের কলম ১৫০ রকমের নূতন ও অধিকাংশ সুগন্ধযুক্ত গোলাপ, বাগান সাজাইবার অসীম রকমের চিরস্থায়ী ফুল, লতা, ক্রোটন ইত্যাদি। ইহাদের মূল্যের তালিকা দুই আনার টিকিট পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। এই তালিকায় গাছের লাটিন ও বাঙ্গালা নাম কিরূপে উহা রোপণ ও প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিবরণ লিখিত আছে।

এই বৎসর নারসরির চাঁদা প্লোনের টাকা হইতে তেরো টাকা করা হইয়াছে। এই রূপ কমানতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ভরসা করি স্বদেশ হিতৈষিগণ এ দেশীয় নারসরিটি যাহাতে বজায় থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। গ্রাহকগণ অর্দ্ধেক মূল্য ও অপরে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিলে জিনিস সমস্ত পাঠান যাইবে। গ্রাহকগণকে দেশী ও বিলাতী বীজ বাদে জুন ও জুলাই মাসে বাছা২ চিরস্থায়ী লতা ও ফুলগাছের বীজ দেশদেশান্তর হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ প্রণালী সমেত পাঠান হইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নরসরি, কলিকাতা।

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের

এবং

পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি

পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মুল্য ৩৸০ এবং ৬৸০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের বামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ	ঐ	৩॥০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহোর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরন কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মুল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টপাধ্যায়

৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি)

কলিকাতা।

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, কাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং

নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ

কলিকাতা।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত!

টক্‌সিকো লজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদ্ভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষন উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা ………	২॥০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ ………	১
ডাক মাশুল ইত্যাদি ………	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটীতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়। উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিসে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক২ খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জীবন রক্ষক ১ম ভাগ মুল্য ॥০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারি ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, MARCH 14, 1878.

We have received a telegram from Poona to the effect that Mr. M. G. Ranade, who was seriously ill, is slightly better.

———000———

Mr. Kittredge, who delighted the whole of India by his speech at the Bombay taxation meeting, is a partner of the Bombay Tramway Company. He is an American and that accounts for his hatred of what is wrong, and powers of oratory. Nowhere does oratory flourish so much as in America.

———000———

The unfounded statement, since copied by the *Englishman* and the *Indian Mirror* to the effect that, the Government has decided to refund the donation of Roy Luchmiput Bahadoor on the ground of the school not having seen the light, requires contradiction. That the reason given for the refund of the money is incorrect is known to every body, and the good work that the Albert Temple of Science is doing can be seen any day by any one. As for the refund of the money, the facts are these. Roy Luchmiput Bahadoor demanded his forty thousand before the College was opened and pressed Government very much for it. The Government passed an order, permitting the Roy Bahadoor to take back his money on condition of his returning it when required and signing an indemnity bond of eighty thousand rupees as a security for the money. This was the last order of the Government passed on the subject.

———000———

Our readers must be familiar with the great telegraph case of Patna, in which Moulavi Syed Aboo Saeed Khan Bahadoor was implicated. This gentleman was not presented with his well-earned khilluts on account of the cloud that hung over him. After a good deal of harassment, mental anxiety, and expending 25 thousand rupees he got himself acquitted. The other day the Commissioner of the division presented him with the khilluts so long withheld, and the Government had the humiliation to apologise to atone for the morbid pleasure which some of our executive officers feel in hunting up respectable and innocent folks. The executive officers of Patna failing to catch the Khan Bahadoor, have engaged themselves to catch his brother. For does not Justice require that when a message is handed over to one by mistake and received by another under the same circumstances, some body must be hanged? The brother to whom the telegram was addressed is being prosecuted for making a false declaration before a public officer. The Magistrate has directed him to follow him in his tour, so that if the Moulavie cannot be at last got hold of, the Executive officers of Patna will have the satisfaction of harassing him to death. The High Court has been moved.

———00———

Mr. Stevens has declined to produce the report of Mr. Skrine, as the extract from his letter published below to the Sessions Judge will shew :—

Mr. Skrine's report is a document which forms no part of a judicial record. It was written solely for the information of Mr. Skrine's executive superiors, and has been submitted to Government through the Commissioners. An application was made to me by Mr. Glasscott for a copy of the report, but in accordance with instructions of higher authority, I refused to comply. Again, when called as a witness before Mr. Taylor, I declined to produce the report. I am now directed to inform you very respectfully that, except under the orders of Government, I am not to place the report in your hands in compliance with your present directions said to be issued under Section 295 of the Criminal Procedure Code. I beg to take this opportunity of informing you that if your petitioner will apply to me for a copy of Mr. Skrine's report, I am prepared to submit the application to Government for orders.

Since the departure of Sir Barnes Peacock, the executive is gradually gaining ground upon the judicial, and judicial independence no longer exists in the land. We have, however, the satisfaction to find that, as we said the other day, Mr. Stevens is not blamable for the action that he has taken in the matter. It is clear that he acts upon the orders of his superiors, for he himself says so, though who the superiors may be is a matter of discussion in the newspapers. Papers in the service of Mr. Eden declare that His Honor is "above board," and are trying to throw the whole blame upon the poor Commissioner, though it is difficult to believe that any Commissioner would dare to take upon himself such a serious responsibility without the sanction or direction of the Government itself. If the witholding of the report is wrong and Mr. Eden is "above board," then His Honor might easily direct Mr. Stevens to produce the report and thus put an end to the scandal.

———00———

The *Hindoo Patriot* insinuates that the policy adopted by the Calcutta public meeting on taxation, a few of the Maffasal Associations of Bengal. May we inquire whether the letters of sympathy arrived before or after the public meeting was held? The letter to the Bombay Association is dated the 1st. February, and the sympathisers, therefore, probably knew nothing about the programme of the coming meeting which was held on the 2nd March. But the question is of very little importance whether or not the branch Association of Meherpore or of any other village has sympathy with the object of the Calcutta meeting. There are donkeys in every country, and generally they form the vast majority. The question is, whether or not the movement in Calcutta has sought to nuetralize the effect of the License tax meetings in Bombay and Madras. Have or have not the promoters of the Calcutta meeting accepted taxation? Have or have they not accepted the License tax, condemned by all the country besides as an unjust and cruel tax? The question is not whether there are donkeys in Meherpore, Contai, and other villages in Bengal, but whether or not the Calcutta meeting lent its support to the policy of the Government at this crisis. To those interested in this question we shall beg leave to relate a story.

In a village lived several philosophers and a large number of men and women of ordinary sense. The men and women of ordinary sense respected the philosophers on acconnt ot their sage look, grey hairs, and unfathomable wisdom. It so happened that at one time the village was attacked by robbers. This took the entire village by surprise, for robberies had almost disappeared from their quarter. The robbers entered the village and began to break open the doors, arresting men right and left and beating others. The men and women shrieked, and the cries of the children and the weak added to the general tumult. The men gradually recovered from the surprise, and began to band themselves to protect their property. Just then came the philosophers of the village. Their thoughtful face, sage look beaming with wisdom, shewed no sign of concern, the tumult had not been able to affect their philosophic mind. What are ye about men of ordinary sense? said they, addressing the general community. "Dont you see, men of ordinary sense" said they "the robbers want money? Let them take it. We should not oppose them for they need money." The general community stared and the philosophers continued: "Hear what we have to say, men of ordinary sense, we must go to the fountain head of this evil. Robbery is a great evil and we ought to uproot it. What is the good of preventing the present robbers? Let us examine our own social system, there must be something wrong in that system to give rise to these scandalous dacoities. Let us examine that first. Let us also examine our mode of criminal administration, something is wrong there too." The philosophers then commenced a learned disquisition on the origin of evil, on psychology, the treatment of mental aberrations, and so forth. The philosophers discoursed with all the fire of genius and depth of wisdom, and sought to prevent men of ordinary sense to oppose the robbers from robbing them of their necessaries. The robbers meanwhile continued their depradation, and the villagers, distracted by the wisdom of the philosophers, knew not what to do The village was swept away, but it is yet to be known whether the philosophers succeeded in solving the intricate problems they took in their hands.

———000———

WHERE THE NEW TAXES WILL GO.

Do our readers recollect the circumstances under which the road-cess in Bengal was imposed? It was done with a view to give Bengal more roads and canals of which, it was alleged, she was in sad want. The then Secretary, the Duke of Argyll, to make the cess acceptible to the people of Bengal, put the matter in this light. Bengal wanted much more roads and canals than the Government of India could afford to construct from its own resources. The construction of roads and canals would increase the material prosperity of the Province. It is, therefore, necessary, for the good of the country, to raise some money from the people. A small subscription, from all men connected with land, was therefore demanded.

It was further proposed to place the amount, thus raised, in the hands of the cess-payers themselves. A maximum limit of the cess was fixed, and to make it still more acceptable, it was proposed, to make the advantages of such local rating, "plain to the understanding" of the commonest cess-payer, and "immediate, direct, and palpable." In short, the people would see that, though they had to pay a few annas or Rupees per annum as subscription, they had got so much in return. These were the enchanting proposals laid befor the people of Bengal.

But as a matter of fact, the cess was begun with the maximum rate. The cess-payers have no voice whatever in the disposal of the money paid by them. The advantages have not been direct, palpable, or real, in fact. they have derived no advantages whatever. A man who has seen the maffasal in 1870-71, as also in 1877-78, can safely testify that, the condition of Bengal remains the same as regards its roads and canals, as it was before the cess was imposed. A million has been raised during this time from Bengal, and we have no more roads nor canals, than we had before the cess was imposed.

committed here a breach of faith, for the ex
offends Mr. Eden very much, but the facts
we have stated above. These, nobody ca
It was undertaken by Government
some money from Bengal, with a view
more roads and canals. One million h
been raised and we see nothing has b
It was promised that the funds would be
the disposal of the cess-payers, and we see
cess-payers have no voice whatever in its di

What has then been done with the
We shall presently shew. Previously, the
Government used to make a grant to
on account of its Public Works. In 1
grant was £1,309,190. This grant was re
proportion to the development of the ro
In 1868 the grant was £1,309,190, but
it was £877,850. This means that, the
made up the deficiency of the imperial gran
condition of roads and canals in Bengal
the same; there was only a change as reg
condition of Bengal and the Imperial Gov
The people of Bengal had to pay 30 lacs, pe
and the Government of India got so muc
general purposes. So the *Road*-cess in *Ben*
replenished the imperial treasury.

We shall cite another instance also from
The road-cess gave birth to the Public Wo
It was alleged that the cess was necessary to
Bengal from famines. Those who objected to
position of the cess, were styled enemies to p
Undoubtedly, those who opposed measures,
have the prevention of famines in view, are e
to progress. But was the object of the
Works-cess that? We shall here make some
from the excellent pamphlet of Mr. Dac
the Orrissa canals :—

From other passages in the same report, quote
under, it will be seen that of the cultivators who d
on canal irrigation, numbers were ruined owing
having been supplied to them insufficiently or to
save their crops; while among those whose fields
irrigated in due season, many were likewise i
difficulties, the price demanded for the irriga
more than the produce of their land enabled the
They were compelled in consequence to abandon
and leave the district, and the water rates were b
recovered, notwithsanding the very severe measur
for their realization.

"No stone was left unturned for effecting th
of the amounts ultimately remitted. In every cas
tes under Act VII. af 1868 were filed and enfor
the defaulters by the attachment of their propert
arrest of their persons, when it is urgently neede
remissions were not made until after repeated sa
property.....—The malarious fever, the
1873, and the cyclone of 1874, have reduced the
Midnapore to the verge of destitution. .....
from personal knowledge that everywhere t
Government water wish to pay their debts to G
but their want of means leads them to be defaulters
kept for the landlord was at once paid to the Go
agent when he happened to come to the village
Zemindar's people, and the Zemindar's agent left
in despair when the Government officer arrived
making collections.

It is a common practice among the ryots of M
to desert their villages with their wives and childr
they become heavily indebted to the Zemindar and
but the year 1874-75 has seen more desertions of t
than any of the preceeding years since the opening
canals, and this has affected the collection of the
ment dues. To this is to be added the large nu
deaths by malarious fever in the pergunnahs of Dha
zar and Shahapore, which, I may safely say, have
thinned the number of our cultivators, and in
village has made one, two, or more families extin

Such have been some of the practical results of
project. The financial results have been equally
The completion of the works was sanctioned by th
ary of State in 1870, upon estimates showing that,
most moderate computation, the scheme would
annually at least 16 per cent. on the capital outlay.
actual returns have been less than *nil*, inasmuch as
canals have never earned enough to cover their wo
expenses, and the scheme entails annually a
than £ 100,000 on the ravenues of India.

It was to cover the losses occasioned by s
schemes that the Public Works cess in Bengal
in reality imposed. It was done however in
name of famine. The Public Works cess
imposed on the ostensible ground of protec
Bengal from famines, but in reality it serve
lighten the burdens of the Government of I
So the *Public Works*-cess in *Bengal*, did not, in
particular, change the condition of Bengal, b
changed the conditions of the people and the Go
ment. The people of Bengal had to pay an additi
thirty lacs and it served to enrich the Imperial t
sury.

From the light of the above, it is not very d
cult to form a forecast of the probable applicat
of the taxes, now to be raised from all parts
India. It is not also very difficult, from the lig
the above facts, to determine, why Sir Jo
Strachey was so decided in his refusal to giv
precise account, what he intended to do with
money, or to give an assurance, of applying t
money solely for famine purposes. We shall ha
to give again a short account of the growth
cotton manufactures in England and India.

There was a time when Indian goods dest
ed the indigenous manufactures of Engla
There was naturally a hue and cry all over t
country. To prevent the importation of th
Indian goods, heavy penalties were impos
and by continued and vigorous efforts the E
lish nation turned the tables upon India. I
ceased to be a manufacturing country, and b
to receive importations from E and it

o the Government of India. Nobody complained against it, as nobody felt it.

[illegible]t again the fortunes of England began to shew [sym]toms of decay. Other countries began to [illegible] industries, and to manufacture goods for [illegible]es; and some of them had the audacity of [illegible]g manufactures even in the heart of England [it]self. But English manufacturers did not [mind th]is competition much, so long the myriads [of Ind]ia and China continued to consume their [illegible] Here again they had a formidable compe[tition i]n the Bombay Mill owners. These men [succeed]ed not only to supply the local markets, [but to] drive English manufactures from China [illegible]

[The] effect of these competitions has been felt [in En]gland. The *Economist* gives statistics of [for]ty spinning and weaving companies in the [Oldha]m district. In 1876 their profit was on an [averag]e 11 per cent. Last year it was reduced [illegible] per cent, and in the third and fourth quarter [o]f last year, only four out of the forty [could] declare any dividend at all.

[The] mill owners of England have been fighting [t]o avert the danger which threatened them. [They c]ould not control the actions of other [illegible] countries; of India they could. They [dema]nded the imposition of an excise upon the [illegible o]f India; a factory Act; and the aboli[tion of] the import duties. In the first two [instances], they have not as yet met with suc[cess]. In the last, they have. The Sovereign [illegible] of the British Parliament has directed the [aboliti]on of the import duties. But hitherto the [Gover]nment could not part with safety so much [illegible]e, as almost one million sterling, and the [Parlia]mentary orders could not be carried out.

[N]earing the imposition of the new taxes in [illegible] a deputation of mill-owners waited upon [Lord S]alisbury to remind him of the Parliamen[tary] [illegible]s. And Lord Salisbury has promised [im]mediate relief. Sir John Strachey de[mands] an increase of revenue of $1\frac{1}{2}$ millions, [illegible]on of which is thus accounted for. About [illegible]ion of this will go to help Government [in abolish]ing the import duties. This is the famine [insurance] fund which Sir John Strachey wanted [illegible] and this accounts for his reluctance to [give a] pledge as to the mode of the application [of the mo]ney thus raised.

[If the a]bove forecast is correct, (and we can[not help] believing it to be correct, for accord[ing to th]e orders of the great Parliament, the [duties must] be abolished) the famine insurance fund [will b]e converted into a duty abolition fund. [We have] been insisting these three years that, [illegible]on is the chief cause of these frequent [famines a]nd we have a separate article on [illegible]t, to prove it the hundredth [time. We] have again and again urged that [the only w]ay of preventing famines is to lessen the [illegible] land, and start industries all over [the cou]ntry. This has been verified during the [late fa]mine and only very lately the Paper [Manufa]ctory of at Lucknow afforded relief, and [illegible] giving relief to the starving popu[lation of] the city. Thus taxation and the des[truction] of manufactories are the two potent cau[ses of famine]. And the *Famine Insurance Fund* [will mean tax]*ation* and *the destruction of Manufactories.*

———ooo———

[illegible] TAXATION AND POLITICAL ECONOMY.

[We c]annot too often treat this subject. So long [as these] evils continue, it will be our duty to cry and [protest]. Want of showers is the direct cause of famine, [and G]overnment is showering taxes to prevent fa[mine]s. S[ome] remedy has already been adopted; [and] there is a commission appointed to seek the [rem]edy. The offender is punished first and then [com]mences the trial. A medicine is administered [to th]e sick cow which tends to end the disease and [the c]ow, and after that the veterinary surgeons are [appoi]nted to discover the medicine. Well, before [the G]overnment declared its policy of preventing [famin]es by taxation, and before imposing the vari[ous t]axes to that end, should not Government con[vince] itself of the real causes of famine which it [confe]sses not to know? Should not the taxation [[illegible]] have awaited the result of the enquiry that [is to] be made by the famine commission? If it were [show]n that Government needed money for past fa[min]e expenditure, then it could ask the people to con[tribu]te that amount. But in that case a contribution [once] for all is what would be required. The amount [could] even possibly be raised by subscriptions. But [this] is not what Government has shown, and it is [not a] temporary contribution that Government de[mand]s. Government has laid a permanent tax as [a] means of preventing famines in all future times. [And] yet there is a commission appointed to discover [the] means of preventing famines. The sentence is [passe]d first, and then comes the inquiry.

[No]w as to the causes of frequent famines, it hard[ly n]eeded a commission to tell us that. Surely [math]ematical reasoning can well shut out doubts. [In c]ertain points the arguments furnished by [Politi]cal Economy consist almost of mathematical [reason]ing. Moreover, our rulers should be the last [person]s who can discredit that science. Both the [illegible] and the preceding Viceroys have almost [illegible] [illegible] Political Economy in [illegible]

Lord Northbrook did not stop exportation of rice during the Bengal famine appealing to Political Economy, though by stopping exportation he might save millions of rupees to the nation. Lord Lytton would do away with the duty on Manchester goods, because the principles of Political Economy apply everywhere and in all times, though the steps cost a vast amount to the nation. Thus Political Economy cannot be slighted and ignored.

We have often said that over-taxation and the over-draining of the country is the cause of famines, and lessening the burden of taxation is the only remedy for them. To common sense and to the unsophisticated mind it is an axiomatic truth. But to those whom either interest sways, or whose minds imperfect theories have warped from common sense, the position may appear to be paradoxical. Therefore it behoves us to examine the matter strictly in the light of Political Economy.

Now, suppose, roughly there are 250 millions of people inhabiting this land. Out of these, 200 millions may be fairly taken as belonging to the food-producing class. Ordinarily, they produce sufficient food for the whole population of 250 millions as well as a large additional quantity fit for the consumption of many millions more. Now this additional quantity India is annually forced to send out of the country. So the people are reduced to live from hand to mouth, that is to say, of the grain they produce during a year hardly enough is left to them to sustain them through that year. Accordingly, any one bad season or the failure of any single crop makes them starve. This would not have been the case if the total quantity of food they produced annually remained in the country, or what went out of the country left some equivalent in the shape of money or any other thing fetching value. Now the point that we would establish is this. That almost the whole quantity of grain that goes out of the country goes out for nothing. The country is simply robbed of it. Apparently, this quantity of food is freely sold for price. But really the nation parts with it getting nothing in return. This is owing to the absence of what is called the balance of trade caused by nearly 18 crores of rupees being annually taken by England from India.

Now to go back to our point. Two countries having free trade with each other, both benefit and flourish by it. The reason is, either of them makes good bargain. Country *A* sends to country *B* certain goods, receiving in return some other goods more useful to her and *vice versa*. If commerce could go on by bartering, the truth of this would have been apparent to the senses. But as commercial dealings are carried on through the medium of money, some complications are introduced. Then the following process takes place. Countries *A* and B begin an international commerce. *A* has a certain quantity of goods and a certain amount of money. The ruling price in country *A* is determined by the quantity of its goods liable to be brought to the market and the amount of money forthcoming to purchase it. Now the same is the case in country *B*. In this state of things the two countries open an international commerce between them, and the merchants of country *A* purchase a certain quantity of goods from *B*. The result of that is that the amount of money in country *A* is diminished, and, as a necessary consequence, prices, or at least, the prices of some articles, fall in country A. The merchants of *B* thus finding things cheaper in country *A* purchase the things produced by *A* till the stream of money thus coming into *A* raises the prices in A, that is to say, till the money that *A* gave *B* for the things *A* purchased has come back to *A*, and *B* has given a corresponding quantity of things. Thus the payment of prices can be at once eliminated from the bargain as between the two countries. *A* gives *B* certain goods in return for which *B* gives *A* certain things of corresponding value. If the matter had to end with the exportation of goods by *B* for price, that is, if anything occurred to prevent *B* from importing an equivalent quantity of goods from *A*, as any artificial drain of *B*'s money would prevent under circumstances similar to those of India, she would be a pure loser. *B* would be in the position of having lost so much wealth. For the money she got could be of no use to her, it having been artificially drained off. If there be no international trade the loss of money is not much loss to a nation. For money is to a nation no better than to the cock in the fable without an international trade. Suppose we had no international commerce, and by a magical process the whole amount of money in the country were doubled in a day, national wealth would not increase thereby; likewise, there will be no decrease of national wealth, if without international commerce, the whole amount of silver currency were reduced by half in a day. Thus, if we had no international commerce, the sum of 18 crores of rupees taken by England from India would not have affected India much. Both international trade existing as a consequence of the exaction of the sum, India is compelled to part with food grains of a corresponding value with it. The international purchasing power of India being decreased by that vast amount, India cannot import an equal amount of wealth that she exports 18 crores of rupees taken by England in her political relations. That sum may be indeed set off against the price India gets for the grains she exports, that is to say, in short, that money given by the left hand is taken away by the right. But the grain itself goes for nothing. Thus is India plundered of her food grain and thus she is ever on the verge of famine. The amount England takes from India is apparently taken in money but really it is taken in kind. Here is the spoliation of India's vital substance, and famine must ensue on the slightest unfavourableness of nature. The 18 crores of rupees which, out of Indian taxation, is spent in England, forces India to give away so much worth of her produce having got nothing in return, it being in fact impossible for her owing to that drain to get any thing in return for what she sends. Had it not been for this way of taxation, failure of crops would not have told the least on the sufficiency of food. Failure of crops in single seasons or single years is not new. But before the drain of the country by England had its effects fully developed, such failures did no serious harm. It was only in the case of repeated failures for years together that distress and famine occurred. This is very rare from the nature of things, so famines were very rare, in fact, having occurred only once during a long period, and even that was at the beginning of the English rule, as if to greet its policy. In cases of occasional failures of the description that now cause wholesale deaths, if the country had not been drained of its resources by the annual efflux of money, India might have been able to command the markets of the world to suppliment her deficiency of food. With the vast purchasing power, which she then would have had, so much wealth accumulating annually with her, which is now lost, she might, in times of scarcity even, import wheat from England, for in that event wheat would have been far cheaper in that country.

Thus the cause of the famine is clearly traced and the only remedy is manifest. Reduce the taxation and prevent the efflux of money into England. Stop that annual failure of crop to India caused by that taxation and efflux. Abstain from reducing the scanty capital of each ryot. And occasional bad seasons will not produce famines. International commerce makes nations rich, with us it has been the cause of starvation because of the vast amount of money taken by England. To speak of Railways and Canals in connection with the prevention of famines. Railways cannot bring food into existence, neither can canals command temperature which is as essential to the growth of crops as rainfall. Canals might supply to some extent the deficiency of rain. But it has been well proved that the cost of the water would be more than the value. Is it simply to divert the public mind that Railways and canals are talked of in connection with famines? However the real cause stares in the face.

———ooo———

THE SURAT PROTEST AGAINST THE LICENSE TAX.

If we are to believe our correspondent, whose letter we publish below, there was a larger meeting in Surat than even in the cities of Bombay or Poona. The fact is significant because there was no English non-official to get up a demonstration. The fact of about twenty five thousand men assembling together must be sufficiently startling to rouse the phlegmatic rulers of India to take it into their serious consideration. Taxation, when one part of the country has just recovered from an exhaustive famine and another entering into it, is simply suicidal, but to resort at the same time to a mode of taxation, by which the richer classes are avoided and the poorer classes squeezed, is an act which we have no adequate language to denounce. But here is the Surat letter:—

A monster meeting of the merchants and tradesmen, bankers and brokers of all caste and creed, of all grades and degrees, the most loyal Surat subjects of Her Majesty the Empress of India, assembled on the 28th ultimo under the canopy of heaven, like the caste meetings of some of the lower castes of the Hindus, in Mugali, Sarah in the hugely spacious compound of Khan Bahadoor Frazar Sahib, to protest against the most *burthensome and famine creating* Trade License Tax. This unusually large crowd took the most lively and enthusiastic interest in the proceedings. Toltering walls and iron railing, balconies and terraces, lattices and windows of the distant surrounding houses appeared full of men: appeared as if endowed with vitality, with life and soul in the emblem of the Holy. Even roofs and turrets of houses were crowded with men. The people, without distinction of caste, creed, position, rank, without any regard to their internal dissentions which daily and hourly prey upon the vitals of the nation at large, throwing off that devil-party feuds, the sole cause of *this* degradation and *this* degeneration, and appreciating the gravity and importance of the occasion, assembled with *one heart and soul*, to adopt *unanimously* a petition to Parliament, praying that the new License Tax Bill may not be sanctioned, and also praying in support of the Bombay memorialists, that the Indian Council Act be so amended as to give great Indian cities representatives in the Viceroy's Legislative Council that the *real* condition of the people, their wants and grievances be fairly and properly represented therein, be set forth in their clearest light and truest colors.

More than 25,000 men were assembled without the least disturbance and the slightest confusion. All shops in all the bazars (markets) were closed for the day as if in manifestation of some great and general mourning or in anticipation of some imminent calamity. The meeting was called at 3 P. M. The people, however, began to pour in from 1 P. M. from different quarters, even from the distant Kasabas of Randel and Katargaum and all the places including the broad streets were overcrowded

voted to the chair. The Chairman then opened the proceedings with short but impressive speech. Several rising youths spoke pathetically and cogently against the new taxes. One of the speakers while speaking against new salt tax quoted a passage from an article written by Mr. Fedrick Paukson (spell ?) "in The Agricultural Gazette of the 15th" January 1871 Page 149.

"The cow in calf and the mare in foal will require daily quantity of culinary salt. The salt would pervade the entire system as such and act most beneficially; for it is admitted as an established fact that salt increases the fertility of the male and the tendency of the female to conceive and doubles the power of nourishing the fetus. During the period of suckling the salt given to the mother renders the suckling animal stronger and the milk more abundaut and nutricious.

The principal universal matter in the blood of man and beast is common salt, and next to it iron predominates. We are told by Liebeg that one half of the a [illegible] (?) of bood is sea-salt. Now as the richness or quality of the blood depends on the quantity of universal matters present and as these are derived directly from the food, it is proved to demonstration that if the food be deficient in phosphates, iron and salt the deficiency will show itself by producing degeneracy in man and beast."

Several resolutions were than spoken to and unanimously passed. The natives listened to the proceedings most attentively and repeatedly manifested their approbation of the various portions of the translation of the memorial read to them. The Nagar Setha was looked upon their only deliverer. Several people were passionately moved by the translation and watery drops appeared trickling down in profusion when they found "hovering mist" swimming before them, so straitened their circumstances.

This [illegible] is to be looked upon as the most imorable in the political and social history of Surat. This day there was all union-all one,-one mind, one body. *oommon interest* made *foes in a moment friends*, strangers acquaintances. The whole city appeared one *sympathetic whole*. The public thanked the Mahajan Setha, the Nagar Setha, and the Khan Bahadoor most heartily with repeated chee[rs] for trouble they took in representing to the Home Government their *real* condition and their consequential inability to pay the new taxes. The memorial represents in several ways the *poverty* of the people.

The shops next day opened. The people have no wherewith to pay the new taxes from. They seem determined to wind up their *pracarious* business and live on charity if charity is to be had, if not, to die of hunger. May God help those in such desperate conditions.

There was a monster meeting in Poona too on the same subject and another is to be held in Madras. Poor Bengal is engaged in calculating the Home charges!

SCRAPS AND COMMENTS.

News has been received *via* Egypt, by the *Times of India*, of later date than the last mail, to the following effect :—

The India Office has received important information, confirmatory of evidence already in hand, of a Russian understanding with Persia in the event of British interference in favour of Turkey.

It is rumoured that the Foreign Office has been informed of uneasiness at the Hague in consequence of the discovery of German designs on Dutch India. Holland is seeking to effect an alliance of the smaller European States with England.

A second army corps, our correspondent states, will be mobilized. It will consist entirely of regulars. All officers are ordered to rejoin their regiments immediately.

The distress from the famine in Barabanki is said by a correspondent of the Lahor paper, who has lately travelled through the district, to be so great that in one corner of the district there are from fifty to sixty deaths from starvation daily.

Across the five rivers of the Punjab, there are 20 bridges of boats in addition to 365 ferries, both together producing an income of over five lacs of rupees. Owing to Railway complications, the bridges at Wazirabad and Jhelum had to be taken under direct management last year, instead of being farmed, and for the same reason their income fell off woefully. The year was unlucky one for boat bridges. On several occasions unusual and unexpected floods spoilt all the arrangements made. It is worthy of note that one bridge on the Jhelum river was formed before the middle of September, and another kept up till the middle of July. The 365 ferries are manned by 1,111 Native boats with a complement of 3,900 men.

The latest famine reports from Madras, dated the 5th instant, show a decrease during the week in numbers on relief works of 13,000, and a decrease on gratuitous relief of 9,000. The total decrease is 22,000; numbers now remaining are 260,000. There is a general slight rise in prices.

Mr. Adam's experiments with solar heat have proved very successful. The *Bombay Gazette* writes :—

Mr. Adams made a very successful experiment on Saturday with his solar heat apparatus, which clearly demonstrated the feasibility of generating steam by its means. He had a small strongly made boiler nearly filled with water, and threw on it the rays of the sun intensified a hundred and twenty-five times by an arrengement of a hundred and twenty-five mirrors averging a foot square, with the effect that water boiled in half an hour, and in about an hour and a half the indicator showed 63 lbs. pressure. All the time steam had been escaping from different small vents in the joining and at this point some red lead packing between the plates on the top of the boiler was forced out, and the steam escaped with a rush making a great noise. Fortunately no one (there were two or three engineers present, besides Mr. Adams) was standing in the direction the cloud of steam took, or there would have been great danger of serious harm being done. The boiler, after the accident, was found to be quite empty, [illegible] that [illegible] whole of the water (seven large stable buckets [illegible]

Adams intends to organise an experiment on a large scale shortly, and to invite the Governor (Sir R. Temple) to witness it.

At a special meeting of the Royal Geographical Society held on February 8th, Mr. Henry M. Stanley delivered an address on the subject of his recent achievements in Africa from which we make the following extracts. Mr. Stanley amidst much cheering said :—

Well the day of starting at length came and they landed on the East Coast of Africa, which had been so thoroughly described by Livingstone, Grant, Speke, Cameron (cheers) himself, and others, that he need not say more about it. or of his route until he broke off from his former track and headed for Lake Victoria. Before reaching the lake, he made the acquaintance of a tall, swarthy prince, whose perfectly natural manner and friendly tone, were such as to win their way to the heart. He had then, he said, for the first time seen a white man. From the district governed by that prince he made his way to the country of the Massi, who, it was said, delighted in the drinking of blood. They were a warlike people, and from what he saw of them he could say that if any one wished to be murdered there was no people on the earth who could be more likely to gratify that desire than those he spoke of (A lough.) The people of Soona were equally savage and more suspicious. He endeavoured to conciliate them by making them presents of old tin pots and exhausted sardine boxes (laughter); but, finding that, notwithstanding this, one of his men was killed and another badly wounded, he thought it wise to move on, but could only do so successfully after three days' skirmising. Soon afterwards he reached the region over which M' tesa ruled—Nguda. In him he found a good and kind man, and before he left M' tesa not only observed the Islam, but also the Christian Sabbath, and he also had the Ten Commandments, the Lord's Prayer, and the golden Commandant of our Saviour, "Thou shalt love thy neighbour as thyself," cut upon wood that he might contemplate them daily (Applause).

He then proceeded on to say :—

Well, having reached Lake Victoria, and going to the Albert, he became acquainted with another ruler named Ruminika, who was also a natural born gentleman. He found it, however, a more difficult thing to make a Christian of him than of M'tesa, but a very pleasant month he spent in the district of that Prince. They next came to Ujili, which had been spoken of as the watering-place of explorers. He could not, however, enjoy it long, as he had to follow up the work his predecessors had left undone. The lecturer then proceeded to speak of the river Lualaba, which Livingstone had mistaken for the Nile, and of his successful voyage one which was beset with all but insurmountable difficulties--down the Congo. To reach it they had to make their way day after day through dense forests. The stories as to the ferocity of the natives of the towns and villages on the banks of the river terrified his men, and more than once he feared he would find himself deserted and that the work he had set himself to do would remain unaccomplished. At length, however, the voyage was commenced. To pass the first falls they had to work night and day for 26 days, during which they had cut 13 miles of road through forests along which they carried their canoes. They were subject to constant attacks from natives. On one occasion no fewer than 63 canoes came against them—the leading canoe being driven by 80 paddles—and each was filled with armed savages. He told his men that if they desired to see home again they must resist to the last as they could hope for no mercy; but he ordered them not to fire till they were assailed, as they must first see what the natives came for. (Cheer.) The order was strictly obeyed. It was not till poisoned arrows were shot at them and spears flung that they are fired, and then the rattle of 52 muskets was heard in a country in which never musket had been fired before. He had done all he could to avoid fighting and only acted in self-defence; for his strong desire was to be and to remain on good and friendly terms with the various tribes he met with. (Hear, hear.) Day after day, however they were attacked, and had, in consequence, to suffer great privations. They were reduced to great extremities, almost to starvation, when happily they approached Boma. To that town he sent four men with a letter directed to any English resident, stating that 115 souls were in a fearful condition from want of food. Happily the only agent from an English house in Boma got the letter, and he and the other merchants of the town sent them large supples of biscuits and bread, and flesh and rum, and tobacco. It was the relief of Lucknow over again. (Applause) Thus was the work completed which he had set before him. (Loud cheers.)

The Prince of Wales, who was present, thanked Mr. Stanley on behalf of the English nation for his successful mission.

If all that *Pioneer* says be true, then the late Naga expedition was altogether a most scandalous affair. The *Pioneer* says:—

It will be observed that there was no actual raiding on the plains of Assam; no interference with our peaceable subjects in the plains, such as the Dufflas were guilty of some four or five years ago. The head and front of Mozema's offences consisted in:—

1st. Settling accounts with another Naga village according to immemorial custom.

2nd. Fighting on the political path, contrary to the orders of the political Agent.

3rd. Alleged raiding on certain Naga villages situated in Manipore.

For these proceedings the following punishment was inflicted on Mozema:—

1st. The stronghold was carried by assault on the 8th December last, and destroyed by fire; nearly 400 houses being burnt to the ground. All these houses were well and substantially built, and may be roughly estimated as worth Rs. 20 each at least. In this item alone, then, the loss of the Mozema people must be set down at Rs. 8,000.

2nd. A vast quantity of household property was destroyed in the fire.

3rd. All the valuable timber near the village was cut down in order to afford material for our stockades, and to secure our position.

4th. The stone walls and fortifications of the village, which must have been erected with an immense amount of labour, were levelled to the ground.

5th. A force of 500 souls, in round numbers, was fed from the 8th December to the 25th January almost entirely on grain belonging to the village; equal to a consumption of say 500 maunds, whose least local value was Rs. 1,500. It must be borne in mind that the grain consumed by us had been garnered to feed the Nagas till their next harvest some months hence; and that in the interval they will be put to great straits for subsistence.

6th. Several water-courses and all the bamboos-bamboos [illegible] Thus the actual money loss suffered by these people will not be [illegible]erated if put down at

Value of houses destroyed	...	Rs.
Value of grain consumed by us	...	"
Value of grain burnt in houses, household implements, &c..	...	"
Value of bamboos, labour expended on stone-wall fortifications, aqueducts, &c.,	...	
Total	...	

Nor must we loss sight of the sufferings endured by [illegible] fortunate women and children belonging to Moze[ma] [illegible] they were ejected from Konoma, and had to wander [illegible] the highest and most inaccessibe hills, without [illegible] shelter, at a very inclement season of the year.

The terms finally imposed were:

1st. A fine of Rs. 100 for the offence of having fo[illegible] the political path; one-half of which was eventually [illegible]

2nd. Restoration of all rifles; accoutrements, [illegible] mails. &c., taken by the enemy during the operation[s]

3rd. The surrender of four guns.

4th. A promise to observe the peace towards o[illegible] subjects, as also towards the Manipore Nagas, and to [illegible] future disputes to the arbitration of the Political Age[nt]

Might is right is the principle which now [illegible] the whole world.

The *Statesman's* Badoun correspondent [illegible] horrible storay, concerning the state of affair[s] [illegible] hilkhund:—

The distress still continues, and I may safely say [illegible] titudes are succumbing to it: in fact, they are being [illegible] to die off like rotten sheep The whole of the distr[ict] [illegible] erally strewn with corpses in every stage of decom[position] They lie on roadsides and in fields, in burrows and [illegible] and surely it is time the Government should open [illegible] and not allow a great scandal to be created by pe[illegible] ignoring the existence of a terrible calamity-if it [illegible] wish to term it, what it purely is, a famine in the N[illegible] Provinces. A wilful depreciation of it is unpardon[able] [illegible] cannot add lustre to our Christian rule.

A contemporary tells us that at the Darb[ar] [illegible] by Lieutenant-Governer at Peshwar to rec[eive the] submission of the Jawakis, the whole of the [illegible] were present:—

The Jawakis' arms and the fine were presente[d] [illegible] Lieutenant-Governor, who, in his speech, briefly rev[illegible] behaviour of the Jawakis, and exhorted them to a[illegible] the future from outrages on British territory. H[illegible] proved the Khans and Chiefs for their intrigue, [illegible] apathy for all good influence which, he said, direc[illegible] ing disturbances on the border, and he gave the[m] to understand that he would require of them in th[e] [illegible] active loyalty on condition of which they enjoy[illegible] allowences and honours from the British Gover[nment] [illegible] Honour honourably distinguished Nawab Be[illegible] Khan, and added that to his exertions in thei[r] [illegible] Jowakis might attribute the abatement of that [illegible] which their prolonged contumacy would ine[illegible] brought upon them. Mr. Egerton also spoke [illegible] eulogistic of the conduct and bearing of our sol[diers] [illegible] field.

The Part of Armenia which will [illegible] nently occupied by Russia comprises [illegible] pulation of 610,744 of whom 180,188 [illegible] nians, 207,049 Kurds, 189,250 Tu[illegible] Kistlbashas, and 2,000 Tartars. Arm[illegible] divided into two governments, and [illegible] Tshaldir, Bayazid, Van, Mush, Eriva[illegible] The districts are fertile, and the Ru[illegible] sioners believe that the receipts fro[m] [illegible] after deducting the expenses of ad[illegible] yield a net profit of 3,000,000 roubles.

Mr. O'Kinealy will remain in charg[e] [illegible] Office until the Offices close in Ca[illegible] 5th April. When the Offices re-op[en] on April the 22nd, Mr. Stewart B[illegible] charge of the Home Office, about wh[illegible] lonel Colley will relieve him of [illegible] duties as Private Secretary to His [illegible] Viceroy. Mr. Lyall will take charge [illegible] Office on the re-opening of the Offi[ces] [illegible] Mr. Aitchison will leave about the [illegible] present month, and Mr. Plowden will [illegible] of the current duties of the Foreign S[illegible] for the brief interval between Mr. Aitch[ison's] departure and the closing of the offices on the 5th.

Lientenant-General Strachey, as Presiden[t of] the Famine Commission, is about to start on [illegible] tour to Madras and Mysore. With him [illegible] Mr. A. P. Howell, who will take up the [pre]liminary duties of Secretary, until such tim[e] Mr. Elliot is freed from Mysore.

Russian influence is said to be growing [illegible] predominant at Persian Court from day to day :

Nothing can be more evident," says a correspond[ent] [illegible] Tehera, writing to a Humburg newspaper, "than that d[uring] the last twelvemonth England has been continually [illegible] ground in Persia and the interior of Asia, and that in [illegible] all the independent Asiatic States English influence ha[s] [illegible] far surpassed by that of Russia. England will soo[n have] occasion to deplore the neglect by which she has o[illegible] given unlimited scope to the action of Russian diploma[cy] [illegible] Asia generally, and especially in Persia. It is a mista[ke] [illegible] suppose that the object of the corps of observation which [illegible] posted by Persia at Gilan, opposite Bagdad, was merel[y to] protect the Persian frontier against the incursions of a[illegible] Turks or Russians. There is good reason to believe [illegible] if the Russians had required assistance in the Arme[nian] campaign, Persia would at once have declared war aga[inst] Turkey; and, indeed, when things were going badly [illegible] the Russians the Persian army at Gilan was increased [illegible] force of 8,000 men, and preparations were made for cros[sing] the frontier. It was only because Russia was fully a[illegible] of the inefficiency of the Persian troops that she decl[illegible] to avail heresIf of their support; and directly the S[illegible] was informed of this he ordered the corps of observa[tion] at Gilan to be disbanded, and the troops of which it [illegible] composed to be sent to their homes. Notwithstandidg [illegible] he is still on the most friendly terms with Russia. W[illegible] the news of the fall of Plevna reached Teheran, the [illegible] immediately sent a long telegram to the Czar, warmly [con]gratulating him on his suc[cess] [illegible] expressi[illegible]

other day the following interesting and
g dialogue passedbetween the Magistrate of
mpore Mr. Haggard and the Barrister Mr. Jack-
r. Jackson objected to a witness being cross-
ned, upon which
ist ate: You cannot object to it. You may as
to my recording evidence.
kson: Well, sir, I must ask you to note my

ate: No; I will not record more than what is

ckson: Well, I object. If the Court will not
note of may objection, I will put in a petition;
hether I can object or not we will see after-

rate: What do you mean by saying we will
wards? Do you thereaten the Court? Do you
t something will happen to the Court afterwards?
ckson: I don't threatened anything. I said that we
e afterwards what we should do.
rate: Your tone has been on two or three occa-
eatening towards the Court.
ckson: When ?
rate: To-day as well as last Monday. I have had
ounsel appear before me in this Court, but they
er behaved as you do.
ckson: I too have heard a great deal from counsel
attended this Court.
rate: Do not frown at me, sir.
kson: I don't know that I am frowning. I have
e muscles of my face under control.
ate: Evidently not.
kson: Well, really I must leave this Court. I
emain here any longer. I must ask you, sir, to ad-
e case to enable the accused to get other counsel,
High Court will decide whether you or I am in

ckson here collected his things, and was walking out

rate: I must ask you not to leave the Court till you
d what I have to say.
son: Very well, I will sit down.
ate: Without getting up from your seat you ad-
the Court just now, saying, "We will see afterwards.'
were threatening the Court. You said that you
no threat, and that I was misquoting you. You also
you had heard from cousel who had attended this

ckson: Pardon me; you first alluded to counsel
peared belore your Court. As for saying I was
you, that is not correct. I did not know I was
all. As I said, I have not the muscles of my
ontrol. What one might think a smile, another
on as a frown. My language to the Court has
ful throughout, with due regard to the interest
. I have been practising for ten years as an ad-
ave been in many Mofussil courts, but I have
eated as I have been to-day.
: That will do, Mr. Jackson. I don't wish to

n: I have no wish to lecture. I would rather
urt, asking you to adjourn this case till such
lefendants can procure other counsel, or move
rt to have the case transferred.
: I should be sorry if you left Court without
I had to say, but as it is not possible for me
ut interruption, I shall put in writing what

ate then entered all this in the proceedings,
ered the several questions and answers,
the statement by saying that he did not
offended Mr. Jackson then; that counsel
practised at his Court witnout any misunder-
g arisen, and that when Mr. Jackson had
d in the case last Monday week, he had
violent.
(referring to his private notes) said that,
ad referred to what passed on that occasion,
it also to record that the Court had then
lease move further down; the Court does
safe;" and that since that time he had
st possible seat from the Court.
hey ought to have come to belows.

r is gradually sinking under the
despair. Referring to the complication
regarding the Turko-Russian war it

e we to get out of it ?" asked one of an Eng-
al. "In the old way, I suppose," replied the
"fight out of it." This would be consolation
for many Englishmen; for, whatever else we
we do most of us believe that there is fighting
still left in the people of this country to suit
nach of any nation we may have to meet in

ppily we seem destined not to fight our way out
ut to be protocolised further into it. The pro-
ities at present are that we shall go to a Confer-
, that we shall be once again deceived with fine
ls, and that we shall set the signature of England
et another of those Treaties which have been for the
hundred years enforced against the weak and de-
and violated by the strong, without either curing-
and of her belief in them when they are about to
ade, or finding in her the resolution to defend them
they were made. We are about to play the same
eful old part of dupe once more; but this time
hall play it in the face of all Europe without any
of palming off on any observer the belief that it
the part of dupe. Our Plenipotentiary will use, no
high-soundiug phrases, and the other Plenipoten-
Being diplomatists, will listen to them gravely
ithout a smile---for it is well understood that they
mean nothing, and are only intended to figure
mely in the protocols. But when all the world
e the Conference Chamber begins to smile and
finger, it is highly probable that Englishmen
ome will at last begin to tire of the comedy which
always so tragic an ending; that the spirit which
en now seething and working so fiercely that even
the sedatives the Government administers can bare-
keep it quiet, will burst forth; that this slow-
d English people, being at last at the end of their
nce, will have one of those mad fits which take them
time to time, will throw reason te the winds, and
break out in a storm that will overwhelm agitators
Ministers together, demanding with a voice that
ot be stifled to fight somebody or anybody, for some-
or anything—in short, to "fight their way out
t."
hen that day comes, as come it will, we shall find
lves in desperate case. The insurrection in India,
has long been prepared and which is now visibly
precipitated by our abandonment of Turkey and
our abdication of our position as an Asiatic Power, both in regard to Turkey and in regard to Central Asia and Persia, will probably have broken out; the Osmanli who would have furnished us easily with thousands upon thousands of the best and cheapest soldiers in the world will have been either destroyed or drafted into the Russian ranks against us; the smaller States of Europe will have been cowed into abject fear and submission; and even our naval strength will prove a sham and broken reed because we have not had the common prudence to liberate ourselves from that Declaration of Paris which renders effectual maritime warfare impossible. When the time comes there will be a dark and dismal prospect indeed before us. Then, indeed, shall we, even the maddest and most ignorant of us, repent of having talked of our "Interests" when we should have done our Duty; of having looked to Expediency when we should have regarded Right; of having wrangled with each other over men and factions when we should have deliberated and acted together for the nation. Repentance will come then; but it will come too late.

Fortunately, the statesmen who guide the English people are not of the *Vanity Fair* type.

We are told that the Viceroy had applied to Mr. Grant Duff to serve on the Famine Commission, but that gentleman has been obliged to refuse. Mr. Caird, President of the Copyhold Commission, will probably accept a seat on the Commission.

We hear that the authorities in Cutch have secured the services of an experienced European geologist and mineralogist to investigate, report upon, and turn to commercial value the mineral resources of the province. The gentleman selected will be in India in April next. Meanwhile a collection is being made by the energetic Dewan, Rao Bahadur Manibhai Jusbhai, of several minerals found to exist in different parts of the country.

According to the *Pioneer*, General Dickens is engaged at the India Office in preparing a comprehensive statement of the financial condition of the Public Works of India, as regards the capital outlay incurred on railway and irrigation works, and the revenue derived from them.

The convocation of the Calcutta University will be held at the Senate House on Saturday next, at ½ p. m

The *Mirror* informs us that Her Majesty has, through her Private Secretary, telegraphed to Babu Keshab Chandra Sen her congratulations on the marriage of his daughter with the Maharaja of Kuch Behar.

The Bombay Government has, we learn, in consequence of the high prices and scarcity of grain, and the consequent distress prevailing in the Nasick and Nagar collectorates, issued instructions for the re-opening of some of the relief works in those districts.

The East Indian Railway line from Buxar to Allahabad will be doubled almost immediately.

It is announced that Sir John Strachey goes home on leave in August next.

The receipts from twelve sales of Bengal opium and eleven month's duty on Malwa opium have amounted to Rs. 8,86 72,330, being Rs. 70,81,690 better than the estimated recepts. Of this surplus Bengal opium has furnished Rs. 58,58,930 and Malwa opium Rs. 12,22,760.

The Irish members intend, we are informed, to move the entire rejection of the Indian budget on the ground that it is unconstitutionally assessed, the Indian people not being represented in the taxing body. They then purpose proceeding, o discuss very item of the budget, and the tdebate on the subject is likely to last full forty-eight hours in the House.

News from London sent to the *Times of India* via Egypt, of a later date than the last mail, says: Telegrams from St. Petersburgh reported that important movements of stores and light artillery were being made in the direction of Turkestan via Orenburgh for some secret purpose. The movement is understood to be connected with a project for disturbing India, or menacing the frontier, in the event of war between England and Russia.

The following is the form in which Mr. O'Donnell's question in the House of Commons relating to the Bengal Police Report for 1877 stands :—

Mr. O'Donnell,---To ask the Under Secretary of State for India whether his attention has been called to a resolution moved by the present Lieutenant-Governor of Bengal, the Honorable Ashley Eden, relating to the Bengal Police Report for 1877, which described the system of police and preventive imprisonment established by order of Sir Richard Temple, the then Lieutenant-Governor, in November 1875, as "an uncontrolled and fearful engine of oppression," by which "a vast amount of bitter wrong and oppression has been inflicted upon the people," and whose "result has been more demoralising to the lower classes than even the continuance of serious crime could be."

Whether the present Lieutenant Governor of Bengal has not stated that, "looking to the vast number of false cases established over Bengal," and "from an examination of some cases which have come before him," he has reason to fear "that very many of the persons convicted were really innocent."

And, whether, if this be so, the Governor General, Lord Lytton, has taken any measures to supervise such abuse of power.

Father Lafont will deliver a lecture this ev ing at 7 P. M. at the Science Association Roo Subject : Human Ear.

On Saturday the 2nd March, the Honorable M Gibbes unveiled a life-size painting of Sir Cowasj Jehanghier Readymony, which has been subscribed for by the students and friends, and has been hung in the hall of the Elphinstone College, Bombay. This is a fitting act of gratitude for favours which may almost be described as unexampled. Sir Cowasji Jehanghier is emphatically a princely benefactor, and, but for his liberality and munificence, the Elphinstone College would have not been what it is.

The follwing is the telegraphic summary of the week :—

London, 6th March.

The idea of a European congress, instead of a conference, is again dominant, as being more likely to lead to common accord. The treaty of peace stipulates that ratifications shall be made at St. Petersburgh before a fortnight.

London, 6th March.

Rûssia claims a war indeminity of 1410 millions rouble from Turkey, of which sum the cession of territory in Armenia represents 1100 millions.

London, 6th March.

Three hundred and ten millions of roubles, balance of 1,410 millions demanded by Russia in the revised peace conditions, after allowing 1,100 millions for cession of territory in Armenia, are payable to the Russian Government in cash. The occupation of Erzeroum and Trabizonde is not mentioned in the conditions, but Russian troops, when returning from Armenia, are to embark at Trebizonde. As regards Bulgaria, the terms are the same as previously stated, namely, that a Russian Commission shall superintend the new tributary state for two years, whilst 50,000 Russian troops occupy it for the same period. The Russians are to evacute European Turkey in three months, and Asiatic Turkey in six months.

Reuter's special correspondent at Constantinople states that the Porte sanctions Russian troops remaining at San Stefanos, while the British squadron is in the Sea of Marmora.

It is expected that the European congress will be held at Berlin, instead of the proposed conference at Badenaden, and that Prince Bismarck will be president.

London, 7th March.

The New Bulgarian State includes Eglan Littoral from the River Karasson to half way between Tavalla (? Kavala) and Dedeagateh and the Black Sea Littoral between Keyimtabiassi and Mangalia.

The Russian troops on their return will embark from the Bulgarian Ports on Eglan and the Black Sea Littoral.

London, 8th March,

A long debate took place in the House of Lords during whichLord Derby said thot the Treaty of Paris of 1856, which was revised in 1871, had ceased to exist; but was, however, binding until Europe sanctiond a substitute. He hoped that the Conferenc would effect a Europian and not only a Russian settlement of the question. The task, he said, it would be a difficult one, and the issue was uncertain.

General Ignatieff and Reouf Pacha will start to-morrow for St. Petersburg. It is generally hoped that the Czar will make further concessions in the peace conditions.

London, 9th March,

In the Lords last night, the Earl of Derby, replying to a question, cofirmed the report that a congress or conference would be held at Berlin. Austria, he said. had opened negotiations with England respecting its bases. The British Government had asked that the whole of the conditions of the treaty of peace be submitted to the congress.

France and Italy have accepted the proposed conference.

London, 10th March,

Lord Salisbury replying to a deputation in the Manchester Chamber of Commerce said, Government was anxious to remit the the Indian import duties on Cotton Goods with the least possible delay, but circumstances had hitherto prevented them doing so. Frequent Cabinet Councils are being held.

Constantinople, 9th March.

Safvet Pacha has been appointed Turkish Envoy to the Europian congress. It is stated that the Russians have occupied Kagul and Bolgrad, towns in Roumanian Bessarabia.

Athens, 9th March.

Fighting in Thessaly and Eupirus is continuous.

Vienna, 9th March.

The Austrian Minister of foreign affairs in asking for a grant of sixty million florins said, that Austria must demand at congress in limitation of the results Russo-Turkish war whereby Europian, and Austro—Hungarian interests should remain uninjured, and added that any power attempting to slove the difficulty alone would encounter Europian condition.

London, 11 th March.

Mr. Gladstone has announced that he will not be a candidate at the next general election.

Lord Derby has sent a Note to the European Powes, proposing that Greece be admitted to the Congress.

a England and France havo accepted the Congress t Beriin.

Ii is rumoured that Austria intends occupying Bosnia and Herzegovina.

London 11 th March.

It is reported that a a secret treaty exists between Russia and Turkey.

Vienna, 11 th March.

It is semi-officially stated here that war is regarded as inevitable between Austria and Russia unless Russia submits the whole of the peace conditions to the Congress,

London, March 12.

In the house of Lords Lord Derby in reply to a question confirmed the statement that England has proposed that Greece be admitted to the Congress. The journals of all opinions unite in approving of this proposal.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*